হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন

প্রণীত

কলিকাতা।

প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯১৮

বিজ্ঞাপন।

বিচিত্র উপাখ্যান নামে মনোহর আখ্যায়িকা পরিপূর্ণ একটি প্রস্তাব মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। বিদ্যানুরাগি মহাশয়গণের মন যখন বিবিধ বিষয়ে ব্যাসক্ত হইয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইবেক তখন তাঁহারা এতৎ প্রস্তাব পাঠে সন্তুষ্ট ও স্থির চিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত হইতে পারিবেন বিশেষতঃ এই পুস্তক সুকুমারমতি কামিনীগণের পক্ষে সাতিশয় মনোরঞ্জন ও গল্পচ্ছলে বিশেষ উপদেশক হইতে পারিবেক। বিদ্যোৎসাহি মহাশয়েরা উপচিকীর্ষা পরতন্ত্র হইয়া ইহা পাঠ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তক সঙ্কলন হইলে আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সংশোধন বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন ইতি।

৩ কার্ত্তিক ১২৬৭ কলিকাতা পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্ ৪ নং ভবনে প্রাকৃত যন্ত্র	শ্রীমথুরানাথ শর্ম্মা

বিচিত্র উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের উত্তরে শক্রঞ্জয় নামে নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে রাজকার্য্য সম্পাদনোপযুক্ত কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না, তিনি স্বয়ং অতিশয় বলীয়ান্ ও বিবিধ ঐশ্বর্য্যাধিপতি ছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহার সদ্বিচার ও বদান্যতা দেখিয়া সর্ব্বদা পরিতুষ্ট ছিল। বিশেষতঃ কোনব্যক্তি তাঁহাকে কখন সংগ্রামে পরাভব করিতে পারেন নাই। ভূরি ভূরি অশ্বারোহি সৈন্য ও অনেকানেক মাতঙ্গ তুরঙ্গ প্রভৃতি সুসজ্জীভূত হইয়া তাঁহার দ্বারোপান্তে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত।

শক্রঞ্জয়, ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াও বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্ত সন্তানমুখপঙ্কজ নিরীক্ষণে বঞ্চিত থাকাতে সর্ব্বদাই একান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে দিনযামিনী যাপন করিতেন। পরে তদ্দেশস্থ বিষয়বাসনা পরিশূন্য, বিবিধ কঠোর তপঃপ্রভাব সম্পন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাত্মাদিগের যুক্ত্যনুসারে তিনি

পুত্রকামনায় প্রাত্যহিক শান্তি যজ্ঞ দান প্রভৃতি দৈবানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া স্বয়ং একান্ত ভক্তি সহকারে নৃযজ্ঞ ও ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হইলেন। কিয়দ্দিবসানন্তর ভূতভাবন ভগবান্নারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলে রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া যথা কালে চক্রবর্ত্তি লক্ষণাক্রান্ত একটি সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। রাজা রাজসভা হইতে এই বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রই অন্তঃপুর প্রবেশ পূর্ব্বক পুত্রমুখ নিরী-ক্ষণ করিয়া অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি তখন দরিদ্র, অনুপায় প্রভৃতি যাচকদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে ক্রটি করিলেন না। পরে তিন চারিমাস পর্য্যন্ত রাজকীয় প্রতিগৃহে নৃত্যগী-তাদি হইতে লাগিল এবং তদ্দেশস্থ সমস্ত মানব সমূহের আহ্লাদজনক ধ্বনিতে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। রাজা পুত্রের নাম বিক্রমবাহু রাখিলেন।

নৃপতনয় ক্রমশঃ অষ্টমবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা কোন এক সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অধ্যাপকের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। বিক্রমবাহু প্রথমতঃ ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া ক্রমশঃ কাব্য নীতি-শাস্ত্র অলঙ্কার পুরাবৃত্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যা উদ্ভিদ্বিদ্যা ও

বৈশেষিক মীমাংসা ন্যায় সাংখ্য প্রভৃতি ষড় দর্শন অধ্যয়ন করিলেন। ফলতঃ বিক্রমবাহুর নানা শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। শত্রুঞ্জয়, পুত্রকে প্রায় সমুদায় শাস্ত্রে কৃতবিদ্য দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লান্তঃকরণে তাঁহাকে শস্ত্রবিদ্যা ও রাজনিয়মাদি পর্য্যালোচনা করিতে অনুমতি করিলেন। রাজকুমারও অধ্যবসায় পূর্ব্বক স্বীয় অসীম পরিশ্রম সহকারে ও ধীর বুদ্ধি প্রভাবে উক্ত বিদ্যা সুশিক্ষা করিয়া তৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আপামর সাধারণের নিকট বহুলপ্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর যুবরাজ উদ্বাহার্হ হইলে মহীপাল, অনঙ্গমঞ্জরী নাম্নী কোন নিরুপম রূপবতী সুকুমারী রাজকুমারীর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এই নববিবাহিত দম্পতির মধ্যে ক্রমশঃ এতাদৃশী প্রীতির সঞ্চার হইতে লাগিল যে এক নিমেষ মাত্রও পরস্পর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেন না। একদা নৃপতনয় তুরঙ্গারোহণপূর্ব্বক নগর নিরীক্ষণে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমশঃ প্রান্ত ভাগে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে এক মৃগয়াবিৎ একটি পক্ষি হস্তে করিয়া বিক্রয়াশয়ে দণ্ডায়-

মান আছে। যুবরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে মৃগাজীব! এই বিহঙ্গের নাম কি? এবং ইহার মূল্যই বা কত? ব্যাধ কহিল মহাশয়! এই পক্ষির নাম বৈশম্পায়ন ইহার প্রকৃত মূল্য সহস্র সুবর্ণ। বিক্রমবাহু ইহা শ্রবণ মাত্র ঈষদ্ধাস করিয়া কহিলেন কি আশ্চর্য্য। যদিও পক্ষিটি দেখিতে অতি সুন্দর তথাপি যে মানব এত অর্থ দিয়া ক্ষমতা বিহীন কতকগুলি সুপক্ষাবিশিষ্ট একটি বিহগ, ক্রয় করে তাহার তুল্য নির্ব্বোধ ও অর্ব্বাচীন অতি বিরল। এতদ্রূপ বাক্যে ব্যাধ কোন উত্তর করিল না। ইত্যবকাশে বৈশম্পায়ন মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল যদি এই রাজপুত্র আমাকে ক্রয় না করেন তাহা হইলে এত অধিক মূল্যে যে, কোন সামান্য ব্যক্তি ক্রয় করিবে তাহা অসম্ভব বিশেষতঃ এতাদৃশ সূক্ষ্মধী ও মহানুভব ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিতি না করিলে আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য করিবার সম্ভাবনা নাই। সুবুদ্ধি বিহঙ্গম এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া কহিল ওহে অশেষগুণসম্পন্ন যুবরাজ! আপনি আমাকে সামান্য

পক্ষি জ্ঞান করিয়া হেয় করিতেছেন কিন্তু আমাতে অসাধারণ গুণ আছে অধিকন্তু আমার পরামর্শানুসারে ও বুদ্ধিমত্তাবশে মানবগণ অনায়াসেই কুনকার্য্য হইতে পারে। আমার সহিত শাস্ত্রালাপ করিলে প্রধান প্রধান বুধগণও বিস্ময়াভিভূত হয়েন। বিশেষতঃ আমি ত্রিকালজ্ঞ অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যত্ বর্ত্তমান ত্রিকালের বার্ত্তা ও ভুবনত্রয়ের উপস্থিত ঘটনা স্বীয় প্রভুকে জ্ঞাত করাইতে পারি। রাজতনয় বৈশম্পায়নের এতাদৃশ বিস্ময়জনক বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ব্যাধের কথিত মূল্য প্রদান পূর্ব্বক পক্ষিটি গৃহে আনিলেন এবং তাহার সুপত্নীসহবাস জনিত সুখ সমৃদ্ধি জন্য একটি লপিতানাম্নী পক্ষিণী আনাইয়া উভয়কে মনোহর পিঞ্জরে স্থাপন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে রাখিলেন। পরে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বিহঙ্গদম্পতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন।

কিয়দ্দিবসানন্তর কোন অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যবশতঃ যুবরাজ রাজ্যান্তরে গমনার্থ জনক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন। তখন তিনি সজল নয়নে অতি মৃদুস্বরে

প্রিয় সম্ভাষণে প্রণয়িনীর নিকটে বিদায় লইলেন ও কহিলেন প্রিয়ে! তোমার কোন বিষয়ের অতিশয় আবশ্যকতা হইলে বৈশম্পায়ন এবং দাসীতার পরামর্শ ব্যতিরেকে তৎকর্ম্মে কদাচ প্রবৃত্ত হইও না। রাজকুমার এই বলিয়া শুভক্ষণে অর্ণবযানারোহণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। এ দিকে অনঙ্গমঞ্জরী কান্ত-বিরহে নির্দ্দয় অনঙ্গদেবের বিষম শরাঘাতে অধীরা হইয়া অশন শয়ন প্রভৃতিতে বিরতি পূর্ব্বক দিবা বিভাবরী কেবল হৃদয়নাথের অদ্ভূত পূর্ব্ব মূর্ত্তিচিন্তা করত দিন দিন ক্ষীণ কলেবরা হইতে লাগিলেন। সুবিজ্ঞ বৈশম্পায়ন তাঁহাকে পতি-বিরহে কাতরা দেখিয়া বিবিধ উপন্যাসচ্ছলে প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিল।

এইরূপে ষড়ঋতু বহির্ভূত হইলে এক দিবস অনঙ্গমঞ্জরী সম্যক্ প্রকার বেশভূষায় বিভূষিতা হইয়া বায়ুসেবনাভিপ্রায়ে অট্টালিকার উপরিভাগে পদ সঞ্চালন করিতে করিতে এক দৃষ্টে রাজবর্ত্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন ইতিমধ্যে দেশান্তরীয় এক মনোহর পরম সুন্দর রাজকুমার তাঁহার নয়নপথের অতিথি

হইলেন। আহা! দৈবের কি আশ্চর্য্য মহিমা! তাঁহাদের পরস্পর নয়নে নয়নে সম্মিলন হইবা মাত্র উভয়ের মাধুর্য্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে উভয়েরই মন চঞ্চল হইল। পথিক রাজকুমার তৎক্ষণাৎ আপন বাস স্থানে উপনীত হইয়া এক বৃদ্ধাকে দূতী করিয়া অনঙ্গমঞ্জরীর নিকট প্রেরণ করিলেন। এবং কহিলেন যে তুমি তাঁহার নিকট আমার এতাবন্মাত্র প্রার্থনা জানাইবে যে যদ্যপি তিনি প্রত্যহ যামিনীযোগে অন্ততঃ ক্ষণেক কালের জন্য মদীয় আবাসে সমাগত হইয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করেন তাহা হইলে যাবজ্জীবন আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়া ক্রীত দাসের ন্যায় থাকিব। বর্ষীয়সী এই সমস্ত সংবাদ অনঙ্গমঞ্জরীর নিকট কহিবাতে তিনি প্রথমতঃ এতাদৃশ পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করেন পরিশেষে দূতীর ঐহিক ভাবি সুখাশ্বাসসমবেত যুক্তি শ্রবণে রাজকুমারের মনোরথ পূরণে সম্মতা হইয়া কহিলেন' আমি অদ্য তমস্বিনীযোগে সেই চিত্তহরের নিকট গিয়া তাঁহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিব তাঁহাকে প্রস্তুত থাকিতে কহিবে। দূতী এই বাক্য শ্রবণে হর্ষান্বিতা

হইয়া গমন করিল এবং সেই নৃপনন্দনের নিকট উপনীত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

ক্রমে দিবাবসান হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইবা-মাত্র অনঙ্গমঞ্জরী অতি হৃষ্টমনা হইয়া পরপতি সন্নিধানে গমনোদ্যোগ করিতেছেন এমত সময়ে স্বীয় প[তি]র আদেশ স্মৃতি পথে আরূঢ় হওয়ায় [চিন্তাযু]ক্ত হইলেন। আমি ও লপিতা উভয়েই স্ত্রীজাতি আমার অন্তঃকরণের বেদনা সে যাদৃশ জানিতে পারিবে পুরুষ জাতি তাহা কখনই পারিবে না সুতরাং উপস্থিত কার্য্যসম্পাদনে সে যে আমাকে প্রসন্নচিত্তে অনুমতি করিবে তাহার সন্দেহ নাই অতএব পরামর্শার্থ তাহার নিকটে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। ইহা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ লপিতা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত মনোগত বৃত্তান্ত কহিলে সে উত্তর করিল রাজাঙ্গনে! আপনি ক্ষণমাত্র সুখের জন্য এতাদৃশ অসৎ কর্ম্ম দ্বারা পবিত্র রাজ কুলে ঈদৃশ অচল নিন্দাস্তম্ভস্থাপন করিবেন না। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শ্রুতিগোচর করত হিতে বিপরীত জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিলেন। পরে অনতিবিলম্বে ক্রোধান্ধ হইয়া

আরক্তনয়নে বৈশম্পায়নের নিকটে আসিয়া স্বাভিমত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় জানাইলেন। সুচতুর বৈশম্পায়ন মনে করিল ইহাকে উপস্থিত বিষয়ে নিষেধ করিলে আমারও লপিতার ন্যায় যম সদনে যাইতে হইবে সন্দেহ নাই। অনন্তর কহিল দেবি বাজ্ঞি। লপিতা অবলাজাতি সে হিতাহিত বিবেচনা করিতে স্বভাবতই অক্ষম নতুবা শাস্ত্রবিত্ মহোদয়েরা নারীগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছেন কেন। যাহা হউক এক্ষণে আপনি চিন্তাকুলা হইবেন না, আমার যতদূর সাধ্য আপনকার অভীষ্ট সাধনে যত্নশীল হইব। পরন্তু যুবরাজ প্রত্যাগত হইলে যদি এই সমস্ত বিষয় তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম বিপ্লব বণিকের শার্ঙ্গক পক্ষির ন্যায় আপনাদের পরস্পর প্রণয়াদি পুনশ্চ বদ্ধমূলা করিয়া দিতে পারিব সন্দেহ নাই। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্ম্মবিপ্লব বণিকের ও শার্ঙ্গকের বৃত্তান্ত কিপ্রকার তাহা বল। বৈশম্পায়ন সন্তুষ্ট চিত্তে প্রথম উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথম উপাখ্যান।

কাঞ্চীপুর নগরে ধর্ম্মবিপ্লবনামা কোন বণিক্ অবস্থান করিত। তাহার সার্ব্বভৌম নামে একটি শারিক পক্ষী ছিল। ঐ বণিক বাণিজ্য দ্রব্যাদি বিনিময় ও বিক্রয়ার্থ দূরদেশ গমন কালে শারিককে স্বীয় ভবনের সকল বিষয়ের এক প্রকার কর্ত্তা করিয়া যাইল। কিয়দ্দিনানন্তর এক লম্পট বিপ্রতনয়ের সহিত তাঁহার বসন্তবিনোদিনী নাম্নী ভার্য্যার আসক্তি জন্মিল। দ্বিজসন্তান অহর্নিশি সেই বণিক্কামিনীর বিলাস মন্দিরে যাইয়া তাঁহার তারুণ্যকোষের অধিপতি হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অভিলষিত সিদ্ধ করিত। সার্ব্বভৌম অন্তরাল হইতে নেত্রগোচর করিয়াও কর্ণান্তর করিত না।

অনন্তর ধর্ম্মবিপ্লব প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বালয়ে উপনীত হইল এবং স্বীয় অনুপস্থিতিতে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা শ্রবণেচ্ছু হইয়া শারিককে জিজ্ঞাসা করিল। সারিক তাহার প্রণয়িনীর দুশ্চরিত্রের বিষয় ব্যতিরিক্ত আর আর যাবদীয় সমাচার কহিল। বণিক, প্রতিবেশীর প্রমুখাৎ দ্বিজসুতের বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া পত্নীকে যথোচিত তির-

স্কার ও বিলক্ষণ দণ্ড বিধান করিল। বণিক্‌পত্নীর অন্তঃকরণে উদয় হইল যে শার্ঙ্গকই ইহার মূলীভূত কারণ। অনন্তর বণিগ্‌ভার্য্যা এক দিন নিশীথ সময়ে তাহাকে একেবারে পক্ষহীন করিয়া রাজবর্ত্মে নিক্ষেপ করণানন্তর নিজ সহচরীগণের নিকট "ঐ বিড়াল শার্ঙ্গক পক্ষীকে লইয়া গেল," এই বলিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। সার্ব্বভৌম, সেই আঘাতে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে প্রায় ঘটিকাদ্বয় পর্য্যন্ত সেই স্থানে মৃত প্রায় হইয়া রহিল। পরে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য হইলে নিকটস্থ একটি প্রাচীন মন্দিরের একাংশে অবস্থান পূর্ব্বক দিবাভাগে অনাহার থাকিয়া রাত্রিকালে বহির্গত হইয়া গমনশীল পান্থগণের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণদ্বারা কিঞ্চিৎ সবল হইল।

এখানে পরদিন অতি প্রাতঃকালে ধর্ম্মবিপ্লব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শার্ঙ্গককে পিঞ্জর মধ্যে না দেখিয়া পত্নীর প্রতি সম্যক্ রূপে সন্দিহানচিত্ত হইল এবং তজ্জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিল। বণিগ্‌বনিতা আপামর সাধা-

স্বগণের নিকটে নিন্দিত ও উপহাসাস্পদ হওয়াতে জীবিতাবস্থায় মৃতবৎ হইয়া পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের নিকটে যাইয়া সমস্ত দিবা অনাহারে যাপন করিল। সেই রাত্রে বিভাবরী আগতা। দশদিক্ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন কিছুমাত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। তখন এই স্ত্রী সকল নিরুপায় হওয়াতে একাকিনী সেই নির্জ্জন স্থানে রোদন করিতে লাগিল। রাত্রি দুই প্রহর হইয়াছে ঈদৃশ সময়ে ঐ নারী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল। হা জগদীশ্বর! আমি যদ্রূপ কার্য্য করিয়াছি তদুপযুক্ত ফলও প্রাপ্ত হইলাম। এখন যাহাতে আমার এই অসার প্রাণ নিঃসৃত হয় তাহাই করুন। বণিক্‌পত্নী পরিখিদ্যমান অন্তঃকরণে এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। এমন সময় অকস্মাৎ সেই মন্দিরাভ্যন্তর হইতে সেই পক্ষহীন পক্ষী অতি মৃদুস্বরে বলিল। হে নষ্টমতি বণিগ্‌ভার্য্যে! তুমি যদি মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক অন্ততঃ ত্রিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত নিরাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থা হও তাহা হইলে তোমার এই অক্ষয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া পুনর্ব্বার স্বামীর সহিত প্রীতি সম্পাদন করিয়া দিতে পারি। বণিগ্‌গৃহিণী এই বিস্ময়জনক

বাক্য শ্রবণে স্থিরচিত্তা হইয়া রহিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন যে হয়ত এই সমাধিমন্দিরমধ্যে কোন মহাপুরুষ আছেন এবং তিনি আমাকে হতভাগ্যা দুঃখিনী দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়াছেন বোধ হয় তিনি সকরুণান্তঃকরণে আমাকে অপার দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়া নাথের সহিত পুনঃ সম্মিলন করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বণিক্ ভার্য্যা এই চিন্তা করিয়া তদীয় আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ কেশ মুণ্ডন পূর্ব্বক আহার পরিহার করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

বসন্তবিনোদিনী এবম্বিধ কঠোরভাবে দিন যাপন করিতে আরম্ভ করিলে এক দিবস সার্ব্বভৌম নিজবাসস্থান হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল মাতঃ যদিও তুমি আমাকে নৃশংস ব্যবহার দ্বারা এতাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করিয়াছ তথাপি আমি কদাচ কৃতঘ্ন হইব না। আপনকার কিঞ্চিৎ মাত্রও দোষ নাই সকলই আমার ভাগ্যবশতঃ ঘটিয়াছে। যাহা হউক বহু দিবস পর্য্যন্ত তোমাদিগের অন্নে শরীর রক্ষা করিয়াছি এক্ষণে যাহাতে তোমার

মঙ্গল হয় তাহার কোন উপায় চিন্তা করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিহঙ্গম এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া অবিলম্বে ধর্ম্মবিপ্লবের সন্নিধানে উপনীত হইল। বণিক্ সেই প্রিয়তম পক্ষীর দর্শনমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি এত দিন কোথায় ছিলে। সে কহিল এক ভীষণ মার্জ্জার আমাকে পিঞ্জর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া স্বীয় উদর মধ্যে রাখিয়াছিল। বণিক্ কহিল তুমি কি রূপে সেই মৃত্যুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইলে?

সার্ব্বভৌম কহিল মহাশয় যে পতিপরায়ণা প্রণয়িনীকে বিনাপরাধে দণ্ড বিধান করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি দৈহিক সুখে ব্যাবৃত্ত হইয়া অনশন ব্রত সংকল্প করিয়া ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্তা হইয়াছেন। একারণ করুণানিধান জগৎপিতা আমাকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি অবিলম্বে ধর্ম্মবিপ্লবের সমীপস্থ হইয়া তদীয় পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে গৃহে লইয়া যাইতে কহ। তাহাতেই সেই জগত্রাতা ভগবানের প্রসাদাৎ আমি পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইয়া তব সন্নিধানে আসিয়াছি। মহাশয়ের রমণী যথার্থই সচ্চরিত্রা, কেবল তাঁহারি

ধর্ম্ম বলে আমি জীবন পাইলাম। বণিক্ ইহা শ্রবণ মাত্র বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইল এবং তখনই অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্দিরসমীপে উপস্থিত হইয়া পরম সমাদরে পত্নীকে গৃহে আনয়ন করিল। পরে তাহারা উভয়ে পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। অনঙ্গমঞ্জরী দেখিলেন যে, উপাখ্যান শুনিতে শুনিতেই পূর্ব্ব দিক্ আরক্ত বর্ণ হইয়াছে সুতরাং সে দিন পরকান্ত সন্নিধানে যাওয়া হইল না।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

পরদিন রজনী উপস্থিত হইলে অনঙ্গ মঞ্জরী ব্যাকুলান্তঃকরণে পক্ষির নিকটে গিয়া কহিলেন বৈশম্পায়ন! আমার প্রতি দিনই সম্ভোগ লালসা বৃদ্ধি হইতেছে এক্ষণে তুমি অনুমতি করিলে প্রিয়তম সন্নিধানে গমন করিতে পারি। বৈশম্পায়ন কহিল রাজ্ঞি! এই সংসার সাগরে ভোগই সার পদার্থ। দেখ? কি পুরুষ কি স্ত্রীজাতি সকলেই কেবল ভোগের জন্য প্রাণ, সংসার

স্থলেও প্রবৃত্ত হইতেছে। বিশেষতঃ যখন নির্দ্দয় মকরধ্বজবাণে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতে আরম্ভ হয় তখন কি স্ত্রী কি পুরুষ কোন ব্যক্তিই তাহা সহ্য করিতে পারে না। দেখ? সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিও দুঃসহ পঞ্চশরশরনিকরে জর্জরিত কলেবর হইয়া আত্মজার প্রতি অভিলাষী হইয়াছিলেন। স্মরহর শঙ্করও মদনবাণে বিমোহিত হইয়া মোহিনীবেশধারী বিষ্ণুর অনুসরণে ধাবিত হইয়াছিলেন।

যদি অবলা জাতি প্রতিজ্ঞারূঢ়া হইয়া পুরুষকে ঘৃণা করত জীবন যাপন করিতে পারিত, তাহা হইলে মগধাধিপতির কন্যা বিদ্যুল্লতা বহুকাল পর্য্যন্ত পুরুষের মুখাবলোকনে পরাঙ্মুখ থাকিয়া পরিশেষে সৌরাষ্ট্ররাজ্যেশ্বরের মহিষী হইতেন না।

অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শ্রবণ করিয়া উৎসুকান্তঃকরণে শ্রবণস্পৃহায় কহিলেন সেই বিদ্যুল্লতার বৃত্তান্ত শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে তাহা কিপ্রকার সবিশেষ বল, বৈশম্পায়ন তৎক্ষণাৎ তাহা বলিতে আরম্ভ করিল।

সৌরাষ্ট্র দেশে বীরেশ্বর নামে এক নরেশ্বর রাজ্য করিতেন তাঁহার মকরন্দ নামা এক প্রধান কর্ম্মদক্ষ অমাত্য ছিল। একদা অপরাহ্নে রাজা পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে মকরন্দ তথায় গিয়া রাজ কার্য্যানুরোধে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। নৃপবর হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে ক্রোধান্ধ হইয়া তদীয় শিরশ্ছেদন মানসে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন! ভয়দ্রুত মকরন্দ অন্য উপায় না দেখিয়া এক গৃহস্থের গৃহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইল। ইত্যবসরে অন্যান্য অমাত্যবর্গ নৃপতির ভীষণাকৃতি দেখিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল, ধর্ম্মাবতার! সচিব প্রবরের প্রতি কি নিমিত্ত এত নির্দয় হইয়াছেন; রাজা কহিলেন, আমি নিদ্রিত থাকিয়া স্বপ্নাবস্থায় বিদ্যুল্লতা নাম্নী এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তরুণীর সহিত বিবিধ আমোদ প্রমোদ করিতে ছিলাম, ঈদৃশ সময়ে মকরন্দ গিয়া সহসা আমাকে নিদ্রাচ্যুত করিয়াছে। অতএব অধুনা যদি সেই চিত্ত হারিণী কামিনীকে আমার নিকট আনিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে

ক্ষমা করিব, নতুবা তাহার নিস্তার নাই। ফলতঃ প্রথমে উঁহাকে ছিন্ন মস্তক করিয়া পরে আপনি ও করাল কাল কবলে প্রবিষ্ট হইব।

রাজকর্ম্মচারিরা নরপতির এতদ্রূপ অসম্ভাবিত প্রস্তাব শুনিয়া সকলেই হত বুদ্ধি ও নিরুত্তর হইল। তখন চারুচিত্র নামা এক জন চিত্রবিদ্যা বিশারদ উত্তর করিল নৃপবর! চিন্তাকুল হইবেন না, যদি সেই যুবতীর অবিকল অবয়ব, আমার নিকট বর্ণন করিতে পারেন তবে আমি তাহার অন্বেষণ করিয়া দিতে পারি। রাজা তৎক্ষণাৎ তদবয়ব ব্যক্ত করিলে, চারুচিত্র অবিকৃত সেই কামিনীর আকৃতি এক নির্ম্মল ফলকে চিত্র করিয়া রাজপথে স্থাপন করিল। দূর দেশস্থ কোন পান্থ ব্যক্তি সমীপবর্ত্তী হইলেই চারুচিত্র জিজ্ঞাসা করিত তোমরা কেহ কখন কোন দেশে এরূপ অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যুবতীকে নয়নগোচর করিয়াছ! তাহা শুনিয়া কেহ কেহ উত্তর করিত না, কেহ বা বলিত ঈদৃশী ভুবনমোহিনী কামিনীকে জন্মাবচ্ছিন্নে কখন অবলোকন করি নাই। এই রূপে কত দিবস অতীত হইলে একদা মগধ দেশস্থ

এক জন পথিক যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। চারুচিত্র তাহাকে পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল হাঁ মহাশয়, আমি দেখিয়াছি, এ অবিকল অস্মদ্দেশাধিপতি পুষ্করসিংহের তনয়া বিদ্যুল্লতার প্রতিমূর্ত্তি। পথিক এই মাত্র বলিয়া কিঞ্চিৎ পরে পুনর্ব্বার কহিল, বিদ্যুল্লতা অতিশয় রূপবতী কন্যা যথার্থ কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যাবজ্জীবন পুরুষের মুখাবলোকন করিবেন না। চারুচিত্র ইহা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার প্রতিজ্ঞার কারণ কি। পান্থ কহিল তিনি একদা অনিল সেবন করিবার নিমিত্ত নিকুঞ্জবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দেখিলেন অনতিদূরবর্ত্তি এক বৃক্ষোপরি একটি পক্ষিণী কএকটি ডিম্ব প্রসব করিয়া সেই কুলায় কূলে স্বামীর সহিত উপবিষ্ট আছে। এমন সময়ে হঠাৎ অনিবার্য্য দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া নিকটস্থ সমস্ত তরুলতাদি দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ উক্ত পাদপের নিকটবর্ত্তী হইল। তখন পক্ষী দুঃসহ অগ্নিশিখা সমীপাগত দেখিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল, কিন্তু সদ্যঃপ্রসূতা পক্ষিণী অত্যন্ত অপত্য স্নেহ

পরতন্ত্র হইয়া ডিম্ব কএকটি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না সুতরাং দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ ও অণ্ড গুলির সহিত ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বিদ্যুল্লতা সেই পক্ষির নৃশংসাচরণ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন তদবধি পুরুষ জাতির প্রতি তাঁহার নিতান্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এবং সেই নিমিত্তই তিনি অদ্যাপি বিবাহ করেন নাই।

চারুচিত্র মগধবাসির প্রমুখাৎ এবম্ভূত বিস্ময় জনক বার্ত্তা শ্রবণে যুগপৎ হর্ষ বিষাদে অভিভূত হইয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইল, পরে উক্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিল। বীরেশ্বর শুনিয়া মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধ হইয়া পরক্ষণে কহিলেন, চারু-চিত্র! যাহা হউক এক্ষণে উক্ত অসামান্য লাবণ্য-ময়ী রাজকন্যার সহিত আমার পরিণয় কিরূপে হইতে পারে, তাহার কোন উপায় চিন্তা কর নচেৎ আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিব। চারুচিত্র কহিল মহারাজ। যদি আমার প্রতি অনুমতি করেন তাহা হইলে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারি। স্বপ্নাব-স্থায় তাঁহার সৌন্দর্য্য বিলোকনে আপনি যেরূপ মোহিত হইয়াছেন, বোধ হয় আপনকার প্রতিমূর্ত্তি

সন্দর্শনে তিনিও অবশ্যই মুগ্ধা হইবেন সন্দেহ নাই নরপতি এতৎ শ্রবণে পরম সন্তুষ্ট হইয়া প্রফুল্লচিত্তে অভীষ্ট সাধনার্থ চারুচিত্রকে আদেশ করিলেন। চারুচিত্রও যে আজ্ঞা বলিয়া তদণ্ডেই যাত্রা করিয়া বহু দিনান্তে মগধরাজ্যে উত্তীর্ণ হইল এবং তথায় একখানি আপন সংস্থাপন পূর্ব্বক চিত্রকরের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করাতে অপরাপর চিত্রকরবর্গ পরাভূত হইতে লাগিল। সুতরাং কিয়দ্দিনের মধ্যেই তদ্দেশস্থ সাধারণ মানবসমূহের নিকটে ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এইরূপে যখন যাবদীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা উহার নিকটে চিত্র ক্রয় করিতে লাগিলেন তখন বিদ্যুল্লতা লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে অদ্বিতীয় একজন চিত্রকর আসিয়া রাজধানীর সন্নিকটে দোকান করিয়াছে। একদিন তিনি স্বীয় দাসীদ্বারা শিল্পশালা হইতে চিত্রকরকে ডাকাইয়া অনুমতি করিলেন যে তুমি আমার অন্তঃপুরস্থ সকল গৃহের ভিত্তিতে নানা প্রকার আশ্চর্য্য প্রতিমূর্ত্তি চিত্র কর? ছদ্মবেশী চিত্রকর পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রথমতই অভীষ্ট সম্পাদনের পন্থা

পরিষ্কার করিল অর্থাৎ দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে আত্মপ্রভুর প্রতিমা চিত্র করিল। রাজকুমারী সেই লোকাতীত অপূর্ব্ব মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য বিলোকন মাত্র অসহ্য কন্দর্পশরে অধৈর্য্য হইয়া এককালে অচৈতন্যা হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎকাল পরেই চেতন পাইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্রকর? তুমি যে এই অপরূপ রূপ চিত্রিত করিয়াছ ইহা কোন্ চিত্ত চোরের প্রতিমূর্ত্তি বল। চিত্রকর কহিল রাজনন্দিনি! ইহা সৌরাষ্ট্রাধিপতি বীরেশ্বর ভূপালের অবয়বাত্মরূপ চিত্র. দুঃখের কথা কি কহিব তিনি এরূপ রূপবান্ সুপুরুষ হইয়াও এপর্য্যন্ত দার পরিগ্রহ করেন নাই। সামান্য একটি মৃগের ব্যবহার দেখিয়া নারী জাতির প্রতি তাঁহার একবারেই অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ইহা শুনিয়া বিদ্যুল্লতা কহিল তাহা কিপ্রকার সমুদয় বল চিত্রকর বলিল শ্রবণ করুন। ঋতুরাজের অধিকার সময়ে একদিন তিনি বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে এক নদীতীরস্থ পুষ্পোদ্যানে বিহার করণেচ্ছায় গমন করিয়াছিলেন। দেখিলেন এক সপুত্র মৃগদম্পতি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া নদীতে জলপান করিতে

আসিয়াছে। দৈবের কি অদ্ভুত ঘটনা, সেই সময় হঠাৎ নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি হওয়ায় ক্রমে প্লাবিত হইবার উপক্রম দেখিয়া কুরঙ্গী ভয়ে পলায়ন করিল। কিন্তু কুরঙ্গ স্নেহ পরবশ হইয়া শাবকটি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না, সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই শাবকের সহিত জলমগ্ন হইয়া কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইল। রাজা উক্ত ঘটনা নেত্রগোচর করণাবধি কামিনীগণের মুখ বিলোকনে এককালে বিরত হইয়াছেন। অধিক কি তিনি ভ্রমেও কখন স্ত্রীজাতির নামোচ্চারণ করেন না ও কাহাকেও করিতে দেন না।

রাজবালা এই বিস্ময়জনক ব্যাপার শুনিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে এ রাজাও আমার মত প্রতিজ্ঞার বশীভূত হইয়াছেন। পুরুষের সংসর্গে আমি যে প্রকার অবজ্ঞা করিয়াছি স্ত্রীজাতির প্রতি ইনিও তদ্রূপ। অতএব উক্ত ভূপতির সঙ্গে আমার পরিণয় কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে অপরিসীম সুখ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক সন্দেহ নাই। এক্ষণে তদুপযুক্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, ইহা বিবেচনা করিয়া সহচরী দ্বারা স্বীয় পিতা মগধাধিপতির

নিকটে আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে মগধেশ্বর আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইলেন। এবং অবিলম্বে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক সৌরাষ্ট্রপতি বীরেশ্বরকে আনাইয়া শুভলগ্নে কন্যা প্রদান করিলেন।

বৈশম্পায়ন এই উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া অনঙ্গমঞ্জরীকে কহিল, দেখ রাজ্ঞি! স্ত্রীজাতি কি প্রতিজ্ঞা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ অবলাদিগের পক্ষে পুরুষ সম্ভোগজনিত সুখাপেক্ষায় এই ভূমণ্ডলে অধিক প্রমোদকর আর কি আছে। অতএব শীঘ্র তুমি সেই পুরুষ রত্নের নিকটবর্ত্তিনী হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। অনঙ্গমঞ্জরী অভিলাষানুরূপ অনুমতি পাইয়া পরমানন্দে মন্দ মন্দ গতিতে যাইতেছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ প্রভাতের উপক্রম দেখিয়া বিষণ্ণ বদনে পুনরাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয় উপাখ্যান।

অনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে অনঙ্গমঞ্জরী সুসজ্জিতা হইয়া বৈশম্পায়ন নিকটে গমনপূর্ব্বক

কহিলেন আমাকে প্রিয়তম সমীপগমনে শীঘ্র অনুমতি কর। বৈশম্পায়ন ইহা শুনিয়া কহিল রাজাঙ্গনে! আমি প্রতি রাত্রিতেই আপনাকে যাইতে কহি তথাপি আপনি বিলম্ব করিতেছেন কেন? এক্ষণেই যাত্রা করুন। কিন্তু অতি সাবধান, স্বর্ণকার সূত্রধর তন্তুবায় সন্ন্যাসী প্রভৃতি দশ এক জনে যেমন এক কন্যা লইয়া পরস্পর তুমুল বিবাদারম্ভ করিয়াছিল, পথিমধ্যে লম্পটব্যক্তিগণ তোমাকে হরণ করিয়া যেন তদ্রূপ বিরোধ না করে। তখন অনঙ্গমঞ্জরী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন তাহা কিরূপ শুনিতে ইচ্ছা করি বৈশম্পায়ন বলিল শ্রবণ করুন।

একদা এক সূত্রধর এক স্বর্ণকার ও এক তন্তুবায় একতন্ত্র হইয়া অর্থোপার্জ্জন মানসে স্বস্ব যন্ত্র সমভিব্যাহারে লইয়া দেশ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইল। তাহারা ক্রমশঃ নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া এক দিবস সন্ধ্যাকালে হঠাৎ এক ভয়ানক কানন মধ্যে উপনীত হইল এবং চতুর্দ্দিক বৃক্ষে বেষ্টিত এক প্রচ্ছন্ন স্থান দেখিয়া তথায় উপবেশন করিল। রজনীমুখ অতীত হইয়াছে ঈদৃশ সময়ে এক বিব-

সন ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিশিষ্ট তেজঃ-পুঞ্জবিরাজিত তাপস, তথায় আসিয়া কহিলেন হে ভাই সকল! আমি অদ্য তোমাদিগের নিকটে অবস্থান করিব। পরন্তু এই অরণ্য নানা প্রকার ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুগণের আবাস, অতএব রাত্রি চারি প্রহরে ক্রমশঃ আমাদিগের একএক জন একএক প্রহর করিয়া জাগরণ পূর্ব্বক সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। অনন্তর তদ্রূপ যুক্ত্যনুসারে প্রথম প্রহরে সূত্রধরকে প্রহরী করিয়া অপর তিন ব্যক্তি নিদ্রাভিভূত হইল। সূত্রধর নিদ্রানিবারণার্থ তত্রস্থ কোন বৃক্ষশাখা ছেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা একটি কন্যার অবয়ব নির্ম্মাণ করিল পরে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে স্বর্ণকারকে উঠাইয়া আপনি নিদ্রা-গেল। স্বর্ণকার অকস্মাৎ তাদৃশ মনোহর দারু-ময় আকার বিলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে করিল, হয়ত সূত্রধর ইহা নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে। অতএব আমারও ইহা-তে কিঞ্চিৎ স্বীয়গুণ প্রকাশ করা উচিত। স্বর্ণকার ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট স্বর্ণা-লঙ্কার প্রস্তুত করত সেই মূর্ত্তির আপাদ মস্তক

ভূষিত করিয়া নিয়মিত সময় অতীত হইলে শয়ন করিল। যখন তমস্বিনী তৃতীয় প্রহর, তখন তন্তুবায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই মনোহারিণী বস্ত্রহীনা নবীনা অঙ্গনাপ্রতিমূর্ত্তিকে নিরীক্ষণ করিল এবং একখানি পট্টবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পরাইল এবং দেখিল তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সৌন্দর্য্য অধিক হইয়াছে। এইরূপে রাত্রিশেষে যখন তপস্বী প্রহরী হইতে উঠিলেন তখন তিনি তাদৃশী কৃত্রিমা কামিনীর মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকনে মোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা তাহার জীবন দান করিলেন তখন সেই নব নির্ম্মিতা ললনা অনায়াসেই অবলাজাতির ন্যায় মৃদুস্বরে প্রিয়সম্ভাষণে পথিকদিগের সকলকেই মুগ্ধ করিল। বস্তুতঃ ঐ কামিনীর অমৃত সম বচন ভাব লাবণ্য ও কটাক্ষবাণে চারি জনই বিমোহিত হইয়া এই মনোরমা আমার ইত্যাকার ধ্বনি করত পরস্পর বিবাদের বশীভূত হইল।

প্রথমে সূত্রধর বলিল এই কামিনী বিচারানুসারে আমারই পত্নী হইতে পারে, যেহেতু এ আমার স্বহস্তে নির্ম্মিত। পরে স্বর্ণকার কহিল যে

সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে আমিই ইহার পতি, কারণ আমি ভূষণদ্বারা সধবার রীতি সংস্থাপন করিয়াছি। ইহা শ্রবণ মাত্র তন্তুবায় বলিল যে, যথার্থ লোকাচার ও দেশাচার মানিতে হইলে এই কামিনী আমারই সহধর্ম্মিণী হয়, দেখ! এই রমণী পূর্ব্বে বিবসনা ছিল আমি বস্ত্র প্রদান করাতে লজ্জা ও মান রক্ষা হইয়াছে। তখন সন্ন্যাসী উত্তর করিল, তোমরা সকলে অন্যায় বিচার করিতেছ এই যুবতী ইতিপূর্ব্বে দার্ব্বাকৃতি ছিল, যদি আমার মন্ত্র প্রভাবে জীবন প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে ঈদৃশ বাক্যালাপ করিতে কদাচ সমর্থা হইত না। অতএব যুক্তি মার্গানুসারে আমিই ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি।

এবম্প্রকার বাক্য কৌশল দ্বারা ক্রমে চারি জনে মহা বিবাদ হইতেছে এমত সময়ে এক জন পথিক উহাদিগের নয়ন পথে পতিত হইল। সন্ন্যাসী তাহাকে আহ্বান পূর্ব্বক মধ্যস্থ স্বীকার করত সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। পথিক সেই মনোমোহিনীর লাবণ্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিল না অর্থাৎ

কপট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল তোমরা অতি পাপাত্মা, এই কন্যার সহিত আমার পরিণয় হইবার সকল কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছিল। পরে তোমরা চারি জনে এক পরামর্শ হইয়া ইহাকে হরণ করিয়া আনিয়া কাননমধ্যে কলঙ্ক উপস্থিত করিয়াছ। পথিক এই উক্তি করিয়া তৎক্ষণাৎ নারী সমেত সেই চারি জনকে নগরপালের হস্তে সমর্পণ করিল। নগর রক্ষক সেই অসামান্য রূপবতীকে নয়নগোচর করিয়া তাহাকে গ্রহণেচ্ছায় সেই পথিক বলিতে লাগিল যে, এই রমণী আমার ভ্রাতার গৃহিণী, ইহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণে গমন করিলে তোমরা পথে তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিয়া এই রমণী পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ; নগরপাল ইত্যাদি অমূলক অপবাদ দিয়া বিচার প্রার্থনায় সর্ব্বশুদ্ধ রাজদ্বারে উপনীত হইয়া অভিযোগ করিল। ভূপতি সমস্ত বিবরণ অবগত হওত সেই মৃগাক্ষীর সুধাংশু বদন নিরীক্ষণে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে বলিলেন তোমরা কোন্ স্থানে ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছ তোমাদিগকে বিলক্ষণ

রূপে পুরস্কৃত করিব। আমি ইহাকে অন্বেষণার্থ নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছি, এ আমার অন্তঃপুরের এক জন দাসী ছিল পরে এক দিবস সুযোগ পাইয়া কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে।

এক জন অতি প্রাচীন অমাত্য নরপতির ঈদৃশ উক্তি শুনিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! এরূপ অন্যায় বিচার করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া সুকঠিন বিশেষতঃ এ মনোহারিণী কামিনী যে কাহার, ইহা সিদ্ধান্ত করা মানবের পক্ষে বড় সহজ হইবেক না। অতএব রাজধানীর অদূরবর্ত্তি এক প্রাচীন পাদপ মূলে কাত্যায়নী দেবীর মন্দির আছে কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে না পারিলে তথায় গমন পূর্ব্বক পূজা প্রদান করিলে দৈববাণী দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়েরও নিষ্পত্তি সেই স্থানে হইতে পারে সন্দেহ নাই। অনন্তর বৃদ্ধের পরামর্শানুসারে সকলেই সেই মন্দিরসমীপে গমন করত ভগবতীর পূজা সমাপ্ত করিয়া সেই নারীর জন্যে আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সেই বৃক্ষটি

দ্বিভাগ হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ কন্যাটি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে বৃক্ষ পুনঃস্বভাব প্রাপ্ত হইল। পরে ঐ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যেন দৈববাণী হইল যে, হে নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা যাহা যে পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় চরমে তাহা তদ্দ্ব্যেই লয় পায়। অতএব উক্ত মহিলার জন্য তোমরা প্রত্যাশা করিও না।

বৈশম্পায়ন এতদ্রূপ উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া অনঙ্গমঞ্জরীকে কহিল এই কারণ আমি আপনাকে সতর্ক হইয়া যাইতে কহিতেছি। যাহা হউক আপনি আর বিলম্ব করিবেন না শীঘ্র গমন করুন। অনঙ্গমঞ্জরী হর্ষাতিশয় সহকারে গমনোদ্যতা হইবা মাত্র কুক্কুটাদি ধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল সুতরাং তিনি সে দিনও বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চতুর্থ উপাখ্যান।

দিবাবসানে যখন দিবাপতি স্বীয় প্রখরজ্যোতিঃ সম্বরণ পূর্ব্বক দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন এবং

সুশীতল ময়ূখ সম্পন্ন প্রসন্ন কলেবর সুধাকর পূর্ব্বদিক্ হইতে উদিত হইয়া শুভ্রকিরণদ্বারা জগন্মণ্ডল আলোকময় করিতে লাগিলেন তখন অনঙ্গমঞ্জরী বৈশম্পায়নকে কহিলেন, বৈশম্পায়ন? আমি কন্দর্পবেদনায় নিতান্তই ব্যাকুলাত্মা হইয়াছি অতএব অদ্য আশুগমনে অনুমতি কর। ধীসম্পন্ন পক্ষী উত্তর করিল, এপর্য্যন্ত আপনকার মনোরথ পূর্ণ না হওয়ায় আমারও অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ হইতেছে। দেখুন! আপনি প্রতি বিভাবরীতেই আমার উপন্যাস শ্রবণ কৌতূহলে অভীষ্ট কার্য্য সাধনে ব্যাঘাত ঘটাইতেছেন। অধুনা তাহা নিষেধ করা বিধেয় নহে কিন্তু আমার মনে এক সংশয় জন্মাইতেছে যে ইতিমধ্যে প্রভু প্রত্যাগমন করিলে যদ্রূপ বীরবাহু রাজার প্রণয়িনী এক রাজাকে অপ্রস্তুত করিয়াছিল, যদি তদ্রূপেই হয়। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শুনিয়া উৎসুকান্তঃকরণে তাহা শ্রবণেচ্ছু হইলেন, সুতরাং বৈশম্পায়নকে তদ্বিষয় বিবৃত করিতে হইল।

পূর্ব্বদেশে বীরবাহু নামে এক দ্বিপতনয় অধিবসতি করিতেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই

সুলক্ষণাক্রান্তা পরমরূপবতী এক প্রেয়সীকে প্রাপ্ত হইয়া, বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা বিভাবরী কেবল তাহার নিকটেই থাকিতেন। এক দিবস ঐ নারী তাঁহাকে কহিল, হৃদয় বল্লভ! আপনি বিষয় কর্ম্মে বিরত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অন্তঃপুরে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন কেন? তখন বীরবাহু কহিল নারিজাতি আমার বিশ্বস্ত নহে, বিশেষতঃ তুমি অধুনা তরুণী কি জানি এসময় স্বামী প্রোষিত হইলে যদি পরপতিপরায়ণা হও, এই আশঙ্কায় আমি স্থানান্তরে পদার্পণ করি না। ইহা শুনিয়া বীরবাহুবনিতা বলিল স্বামিন্! যে কামিনী ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিপ্রাণা হয় সে কি কখন পরপুরুষের মুখাবলোকন করে? এবং যে নারী দুশ্চরিত্রা হয় তাহার পতি যদি রূপে রতিপতি গুণে বৃহস্পতি এবং বিক্রমে লঙ্কাধিপতি-সদৃশ হয় তথাপি সে পর কান্তে একান্তই অনুরক্ত থাকে। তাহার এক দৃষ্টান্ত আছে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

একদা নিবিড়বিপিনমধ্যে একজন পথিক, এক ভয়ানক মাতঙ্গ ভ্রমণ করিতেছে নিরীক্ষণ করিয়া

প্রাণভয়ে নিকস্থ কোন বৃক্ষোপরি আরূঢ় হইল। দৈবযোগে হস্তিও সেই পাদপতলে পৃষ্ঠ হইতে একটি পেটিকা অবরোহণ করাইয়া কাননোপান্তে গমন করিল। ইত্যবসরে ঐ ব্যক্তি বৃক্ষ হইতে নামিয়া পেটিকাভ্যন্তরে এক মনোহরলাবণ্যময়ী যুবতীকে দেখিয়া অনুষঙ্গ করণাভিপ্রায়ে তাহার সহিত রস প্রসঙ্গে আলাপাদি করিতে আরম্ভ করিল। সীমন্তিনীও পথিকের প্রার্থনায় সম্মতা হইল এবং এক শত গ্রন্থিযুক্ত একগাছা রজ্জু বাহির করিয়া তাহার একটি গ্রন্থি বৃদ্ধি করিল। তদ্দর্শনে লম্পটপান্থ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ কামিনী উত্তর করিল, ঐ বনপ্রবিষ্ট মাতঙ্গ আমার পরিণেতা, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভাবে স্বয়ং করির আকৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক মদীয় চরিত্র রক্ষার্থ আমাকে পৃষ্ঠোপরি লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, তথাপি আমি নির্ভয়চিত্তে অনায়াসে শত জনের সহিত প্রণয় করিয়াছি। অদ্যও শুভাদৃষ্ট বশতঃ তোমার সঙ্গে সম্যক্‌রূপে প্রীতি হইল, এই জন্য আমার প্রিয়বল্লভগণের সংখ্যা নিরূপক রজ্জুতে একটি গ্রন্থি বৃদ্ধি করিলাম।

বীরবাহু স্বীয় পত্নীর প্রমুখাৎ এবংভূত আশ্চর্য্য উপাখ্যান শ্রুতিগোচর করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! যথার্থই কহিয়াছ অতএব এক্ষণে বিষয় কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই এবং যদ্যপি উপজীবিকা বর্দ্ধনার্থ দূরদেশে যাত্রা করিব। তখন তাহার সহধর্ম্মিণী একটি সুগন্ধ পুষ্প হস্তে করিয়া নিবেদন করিল নাথ! যদি দেশান্তরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত হয় তবে এই অভিনব প্রস্ফুটিত সুচারু পুষ্পটি সঙ্গে লইয়া যাও। কারণ যদবধি এই কুসুম বিকসিত থাকিবেক সে পর্য্যন্ত আমার পতিব্রতাধর্ম্মের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিবেক না। বীরবাহু তৎক্ষণাৎ প্রণয়িনী দত্তপুষ্পটি নবিবাহ লইয়া গমনোদ্যত হইলেন। ক্রমে বহুদেশ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন যে কিঞ্চিদ্দূরে একটি মনোহর অট্টালিকা বিরাজমান হইতেছে। বিবেচনা করিলেন ঐ অপূর্ব্ব হর্ম্ম্যটি অবশ্যই কোন রাজনিকেতন হইবেক, ঐ স্থানে যাওয়াই কর্ত্তব্য, বোধ করি ওখানে যাইলে আমার কোন উপকার হইলেও হইতে পারে। এই সমস্ত আন্দোলন করিতে করিতে তথায় অবতীর্ণ হইয়া

রাজারনিকট আবেদন দ্বারা তাঁহার সিংহ দ্বারে প্রহরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

ভূপতি প্রতিদিনই সেই পুষ্পটি প্রহরীর হস্তে দেখিয়া অমাত্য বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন. দেখ, দ্বারপাল প্রত্যহ কোথা হইতে মনোরম্য একটি অভিনব অকাল পুষ্প আনয়ন করে? তাহা শুনিয়া সভাস্থ সকল ব্যক্তিই কহিল মহারাজ! ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আমরাও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তখন মহীপাল. বীরবাহুকে পুষ্পের কথা জিজ্ঞাসিলে তিনি কহিলেন নরেশ্বর! যৎকালে আমি স্বীয় ভবন হইতে যাত্রা করি তৎকালে আমার সহধর্ম্মিণী আপন সতীত্ব নিদর্শন স্বরূপ এই কুসুমটি সঙ্গে দিয়াছে। যেপর্য্যন্ত এই পুষ্পটি মলিন না হইবেক ততদিন আমার গৃহিনী সতীত্ব ধর্ম্মহইতে বিচলিতা হইবেক না। নরপতি ঈষ হাস্য করত তাহাকে বিদায় দিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতেলাগিলেন যে ইহার পত্নী অবশ্যই পরপতি পরায়ণা হইবেক সন্দেহ নাই। হয়ত কোন ইন্দ্রজাল বিদ্যাদ্বারা স্বামীকে ছলনা করিয়াছে। ইহা পর্য্যালোচনা করত স্থির করিলেন

যে কোন লোক দ্বারা তাহার সতীত্বধ্বংস করিয়া দেখিব পুষ্পটি শুষ্ক হয় কি না।

নরপতি এই যুক্তি স্থির করিয়া গদাধর নামক এক জন লম্পটচূড়ামণিকে আহ্বান করত কহিলেন তুমি যত শীঘ্র পার বীরবাহুর দেশে গমন করিয়া কোন কৌশলে তাহার সহধর্ম্মিণীর সহিত প্রীতি করিয়া অল্প দিবস মধ্যেই রাজধানীতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। লাম্পট্যপরায়ণ গদাধর এ বিষয়ে বিলক্ষণ পরিপক্ক। তিনি স্বভাবতই পরকামিনী চিন্তায় দিনযামিনী ক্ষেপণ করেন, বিশেষতঃ রাজাজ্ঞা, অতএব তৎক্ষণাৎ যে আজ্ঞা বলিয়া অতি হৃষ্টমনা তন্নগরে উপনীত হইলেন। অনন্তর তিনি বীরবাহুর বাটীর অনতিদূরবর্ত্তী এক বৃদ্ধা নাপিতপত্নীর গৃহে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করত তাহাকে যোজিকা করিয়া বীরবাহুর অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। সেই সীমন্তিনী, বৃদ্ধার প্রমুখাৎ গদাধরের মনোগত ভাব অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন ও কহিলেন বৃদ্ধে! নাগরকে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই পাঠাইয়া দিবে তখন বৃদ্ধা হর্ষান্বিতা হইয়া বাটী গমনে তৎপর হইল। এখানে বীরবাহুপত্নী

এক প্রাচীন অন্ধকূপের উপরি ভাগে কৌশল-ক্রমে বিবিধসুরভিকুসুমবিস্তৃত সুচারু পরিচ্ছন্ন শয্যাযুক্ত এক পর্য্যঙ্ক স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং চূড়ামণি শুভক্ষণে তথায় উপনীত হইলে অতি সমাদরপূর্ব্বক বলিলেন যে, পর্য্যঙ্কে উপবেশন কর। গদাধর সেই কামিনীর অমৃতাভিষিক্ত মধুর বাক্য শ্রবণে শ্রবণদ্বয়কে সার্থক বোধ করিয়া খট্টাসনোপবিষ্ট হইবামাত্র সেই ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন পঙ্কময়কূপে নিপতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার শব্দ করত হা হতোস্মি বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। গদাধর এইরূপে সেই মৃত্যুসদৃশ ক্লেশকর স্থানে অহর্নিশি সমভাবে যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর ঐ রমণী তাঁহাকে নাম, ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ঐ কূপমধ্য হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে নৃপতি, বহুদিন পর্য্যন্ত গদাধরের প্রত্যাবর্ত্তন না দেখিয়া অভীপ্সিত সম্পাদনার্থ স্বয়ং গমনোৎসুক হইয়া বীরবাহুকে সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়াচ্ছলে তন্নগরে উপস্থিত হইলেন এবং

ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন যে, নগরপ্রান্তভাগে বাসোপযুক্ত স্থান প্রস্তুত কর। বীরবাহু তাঁহাকে সে দিবস সেখানে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আলয়ে গমন করিল এবং গৃহে উপস্থিতমাত্র প্রেয়সীর নিকট রাজার প্রেরিত চূড়ামণির বৃত্তান্ত অবগত হইতে বাকি রহিল না।

ক্রমে রজনী প্রভাতা হইলে বীরবাহু রাজাকে অপ্রতিভকরণমানসে বিশিষ্টসমাদরপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া চতুর্ব্বিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করত ভোজনকালে কূপ হইতে গদাধরকে উত্থাপিত করিয়া পরিবেশনকার্য্যে নিযুক্ত করিল। রাজা চূড়ামণিকে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জাভিভূত হইলেন। তখন গদাধর অতি কাতরবাক্যে আপন দুঃখের কথা রাজসন্নিধানে নিবেদন করিয়া পরিত্রাণ পাইবার প্রার্থনায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বীরবাহুপত্নী রন্ধনশালাভ্যন্তর হইতে কহিলেন! মহারাজ আপনি আমাকে ব্যভিচারিণী জ্ঞান করিয়া পতিবাক্যে উপহাস করিয়াছেন এবং নষ্টমতি করণজন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তদ্রূপ নারী নহি। আর এখনও কি আমার

সতীত্বের প্রতি মহারাজের সংশয় আছে? নরেশ্বর মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদনে রহিলেন। বৈশম্পায়ন এই পর্য্যন্ত কহিয়া বলিল কি জানি ভাগ্যবশতঃ আপনকার পতি যদি এই সময় বাটী আগমন করেন তাহা হইলে ত সেই রাজার ন্যায় আপনিও অপ্রস্তুতা হইবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া অনঙ্গমঞ্জরী প্রাতঃকালীয় সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার বুঝিতে পারিয়া সে দিবসও অভীষ্ট সাধনে গমন করিলেন না।

[প]ঞ্চম উপাখ্যান।

[স]ন্ধ্যাগমে দিনপতি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন এবং নিশানাথ গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া নির্ম্মল সুধাসিক্ত কিরণ প্রদান করিতেছেন এমন সময়ে অনঙ্গমঞ্জরী শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিবিধ [ভূ]ষণে ভূষিতা হইয়া অনুমতি লইবার জন্য বৈশম্পায়নের নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র সে কহিল, [ক]েন আমিত কল্যই সৎপরামর্শ দিয়াছি তথাপি আর এখনও পর্য্যন্ত তথায় না যাইবার কারণ কি?

অবিলম্বেই গমন করুন কিন্তু এ সমস্ত মনোহর অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া গমন করা শ্রেয়ঃ কল্প বোধ হয় না, কি জানি যদ্রূপ এক স্বর্ণকার তাহার সূত্রধর মিত্রের স্বর্ণ গ্রহণ স্পৃহায় পরস্পর বিচ্ছেদ হইয়াছিল যদি ইনিও ভূষণ গ্রহণেচ্ছু হইয়া তদ্রূপ ব্যবহার করেন? অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শ্রবণ করিয়া কহিল সে কিপ্রকার তাহা বল। বৈশম্পায়ন বলিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দপুর নগরে এক ভণ্ডভৈরব নামা স্বর্ণকার ও চণ্ডচড় নামক সূত্রধর বাস করিত, উভয়ে যথেষ্ট প্রণয়ও ছিল। একদা নানাদেশ পর্য্যটনাভিপ্রায়ে উভয়ে একত্র বহির্গত হইল। ক্রমে তাহারা ভূরি ভূরি দেশ ভ্রমণ করিয়া নিঃসম্বল হইয়া পড়িল এবং পাথেয় প্রাপ্তির জন্য নানা কৌশল করিয়াও কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। অনন্তর ভণ্ডভৈরব কহিল মিত্র হে! অনতি দূরে যে দেবমন্দির দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহার মধ্যে সুবর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরনির্ম্মিত বহুবিধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব চল আমরা উভয়ে বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া যোগসাধনচ্ছলে ঐ স্থানে গিয়া কিঞ্চিৎ দিবস বাস

করি, পরে সুযোগ পাইলেই কতকগুলি প্রতিমা অপহরণ পূর্ব্বক দ্রবীভূত করিয়া বিক্রয় করিলে কতকাল পরমানন্দে দিন যাপন করিব। উভয়ে এই পরামর্শ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই দেবালয়ে উপনীত হইয়া তপস্যা পরায়ণ হইল। তত্রস্থ অন্যান্য সেবকনিচয় সেই ভণ্ড তপস্বীদেগের দৃঢ় আকিঞ্চন ও অধ্যবসায় সন্দর্শনে ব্রীড়াভিভূত হইয়া আপনাদিগকে ধিক্কার করত ক্রমশঃ সকলেই প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। যদি পলায়িত ব্যক্তিদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে আপনারা যোগে বিরত হইয়া পলায়ন পরতন্ত্র হইলেন কেন? তখন উহারা উত্তর করিত আমরা অতি পাপিষ্ঠ নরাধম যোগ সাধন করা কি আমাদিগের সাধ্য? সম্প্রতি দুটি মহাপুরুষ তপস্বা আসিয়া যোগাসীন হইয়াছেন আমরা তাঁহাদের পাদ রেণুর কণা সদৃশও নহি।

এই প্রকারে মন্দির ক্রমশঃ জনশূন্য হইলে ছদ্মবেশধারি তাপসদ্বয় বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়া একদা নিশীথ সময়ে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি হরণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। ক্রমে স্বীয়

গ্রামের নিকটস্থ হইয়া এক পাদপমূলে মৃত্তিকা খনন করত ঐ অপহৃত প্রতিমা সকল তথায় নিখাত করিয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিল।

স্বর্ণকার জাতি স্বভাবতই ধূর্ত্ত, এক দিবস ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে সেই দ্রুমমূলে যাইয়া তাবৎ প্রতিমূর্ত্তিগুলি অসঙ্কুচিতচিত্তে গৃহে আনিল। পর দিন অতি প্রত্যূষে চণ্ডচড়কে ডাকাইয়া যৎপরো নাস্তি তিরস্কার করত কহিল তোমার মত নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক জগতে নাই যেহেতু আমাকে না বলিয়া তুমি একাকীই সর্ব্বস্ব আনিয়াছ। আমি গত তমস্বিনীযোগে অধিক মৃত্তিকাতলে সেই প্রতিমূর্ত্তিগুলি রাখিবার জন্য তথায় গিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যাহা হউক আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া এক দিবসের জন্যও তোমার মঙ্গল হইবেক না। সূত্রধর ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল, কিন্তু মিত্রের প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া বিরুক্তি করিল না।

প্রতারিত চণ্ডচড়, কিয়দ্দিবসানন্তর ধূর্ত্ত স্বর্ণকারকে যথোচিত প্রতিফল প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে অরণ্য হইতে দুইটি ঋক্ষশাবক ধরিয়া

আনিল, এবং ধূর্ত্ত মিত্রের অবিকল অবয়বানুরূপ একটি কাষ্ঠপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। যৎকালে সেই ভল্লূকের শাবক দুটি ক্ষুধার্ত্ত হইত তখনই ঐ কাষ্ঠ পুত্তলিকার পরিধেয় বস্ত্রে কিঞ্চিৎ খাদ্য বন্ধন করিয়া দিয়া ইঙ্গিত দ্বারা দেখাইয়া দিত ঋক্ষশাবকেরা ও তাহা তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিত। এবম্প্রকারে ক্রমে ভালূকের ছানা দুটি সুশিক্ষিত হইলে ঐ দার্ব্বাকৃতির প্রতি তাহাদের বিলক্ষণ আসক্তি জন্মিল। অনন্তর একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে সূত্রধর গ্রামস্থ সমস্ত কামিনীগণকে নিমন্ত্রণ করিল। মধ্যাহ্নকালে অন্যান্য নারীগণের সহিত স্বর্ণকার গৃহিণীও দুইসন্তান সমভিব্যাহারে পতিমিত্র সূত্রধরের ভবনে উপস্থিত হইল। পরে নিমন্ত্রিত প্রতিবেশিনী রমণীগণের ভোজনাদি কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে চণ্ডচড় ভণ্ড ভৈরবের উভয় তনয়কে ক্রোড়ে করিয়া অন্তঃপুরস্থ কোন নির্জ্জন স্থানে রাখিল, এবং বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল একি আশ্চর্য্য! স্বর্ণকারের দুটি পুত্রই ভল্লূকাকৃতি হইয়াছে! এই অমঙ্গল সূচক বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র ভণ্ডভৈরব ব্যস্ত-

সমস্ত হইয়া বন্ধুগৃহে সমাগত হওত তাহাকে কহিল ভাই! এতদ্রূপ অনন্তর বাক্য প্রয়োগ করিও না। মনুষ্য কি কখন ভালুক হইতে পারে? জন সমাজে ইহা অগ্রাহ্য হইবেক সন্দেহ নাই। স্বর্ণকার ইহা বলিয়া তত্রস্থ বিচার পতির সমীপস্থ হইয়া সূত্রধরের নামে অভিযোগ করিল। বিচার কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ প্রভরিদ্বারা তাহাকে ধৃত করিয়া আনাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে সূত্রধর কহিল ধর্ম্মাবতার! দুটি শিশু আমার সম্মুখে ক্রীড়া করিতে করিতে ক্ষণকাল মধ্যেই ভল্লুক হইয়াছে। তাহা শুনিয়া বিচারালয়স্থ সমস্ত ব্যক্তিই কহিলেন তোমার ঈদৃশ অসম্ভাবিত বাক্য কি রূপে প্রত্যয় করিতে পারা যায়। তাহা শুনিয়া চতুর কহিল এই সভাস্থ জনসমূহ মধ্য হইতে সেই শাবকদ্বয় যদি স্বীয় জন্মদাতাকে চিনিয়া লইতে পারে, তবে আমার বাক্য প্রত্যয়ার্হ হইবে কি না? তখন সকলেই কহিল তাহা হইলে অবশ্যই আমরা এবিষয়ে বিশ্বাস করিব সন্দেহ নাই।

অনন্তর সূত্রধর ঋক্ষশাবকদুটিকে বিচারকসন্নিধানে আনিয়া, সভার মধ্যস্থলে মুক্তবন্ধন করিল।

আনিল, এবং ধূর্ত্ত মিত্রের অবিকল অবয়বানুরূপ একটি কাষ্ঠপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। যৎকালে সেই ভল্লূকের শাবক দুটি ক্ষুধার্ত্ত হইত তখনই ঐ কাষ্ঠ পুত্তলিকার পরিধেয় বস্ত্রে কিঞ্চিৎ খাদ্য বন্ধন করিয়া দিয়া ইঙ্গিত দ্বারা দেখাইয়া দিত ঋক্ষশাবকেরা ও তাহা তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিত। এবম্প্রকারে ক্রমে ভালূকের ছানা দুটি সুশিক্ষিত হইলে ঐ দার্ব্বাকৃতির প্রতি তাহাদের বিলক্ষণ আসক্তি জন্মিল। অনন্তর একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে সূত্রধর গ্রামস্থ সমস্ত কামিনীগণকে নিমন্ত্রণ করিল। মধ্যাহ্নকালে অন্যান্য নারীগণের সহিত স্বর্ণকার গৃহিণীও দুই সন্তান সমভিব্যাহারে পতিমিত্র সূত্রধরের ভবনে উপস্থিত হইল। পরে নিমন্ত্রিত প্রতিবেশিনী রমণীগণের ভোজনাদি কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে চণ্ডচড় ভণ্ডভৈরবের উভয় তনয়কে ক্রোড়ে করিয়া অন্তঃপুরস্থ কোন নির্জ্জন স্থানে রাখিল, এবং বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল একি আশ্চর্য্য! স্বর্ণকারের দুটি পুত্রই ভল্লূকাকৃতি হইয়াছে! এই অমঙ্গল সূচক বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র ভণ্ডভৈরব ব্যস্ত-

সমস্ত হইয়া বন্ধুগৃহে সমাগত হওত তাহাকে কহিল ভাই! এতদ্রূপ অসম্ভব বাক্য প্রয়োগ করিও না। মনুষ্য কি কখন ভালুক হইতে পারে? জন সমাজে ইহা অগ্রাহ্য হইবেক সন্দেহ নাই। স্বর্ণকার ইহা বলিয়া তত্ক্ষণাৎ বিচার পতির সমীপস্থ হইয়া সূত্রধরের নামে অভিযোগ করিল। বিচার কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ প্রহরিদ্বারা তাহাকে ধৃত করিয়া আনাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে সূত্রধর কহিল ধর্ম্মাবতার! দুটি শিশু আমার সম্মুখে ক্রীড়া করিতে করিতে ক্ষণকাল মধ্যেই ভল্লুক হইয়াছে। তাহা শুনিয়া বিচারালয়স্থ সমস্ত ব্যক্তিই কহিলেন তোমার ঈদৃশ অসম্ভাবিত বাক্য কি রূপে প্রত্যয় করিতে পারা যায়। তাহা শুনিয়া চতুর কহিল এই সভাস্থ জনসমূহ মধ্য হইতে সেই শাবকদ্বয় যদি স্বীয় জন্মদাতাকে চিনিয়া লইতে পারে, তবে আমার বাক্য প্রত্যয়ার্হ হইবে কি না? তখন সকলেই কহিল তাহা হইলে অবশ্যই আমরা এবিষয়ে বিশ্বাস করিব সন্দেহ নাই।

অনন্তর সূত্রধর ঋক্ষশাবকদুটিকে বিচারকসন্নিধানে আনিয়া, সভার মধ্যস্থলে মুক্তবন্ধন করিল।

শাবকদ্বয়ও স্বর্ণকারকে অবিকল সেই দারুমূর্ত্তি বোধ করিয়া তাহার সঙ্গে নানা ক্রীড়া করিতে ও খাদ্য জন্য তাহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি বিস্ময়াভিভূত হইয়া রহিলেন। বিচারকও এই অসম্ভব ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন ওহে স্বর্ণকার! ইহারাই তোমার সন্তান ইহাদিগকে গৃহে লইয়া গিয়া প্রতিপালন কর। তখন ভণ্ডভৈরব নিতান্তই হতাশ হইয়া বারিপূর্ণ লোচনে ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং গোপনে অতি কাতরস্বরে বিনীত বচনে সূত্রধরকে কহিল মিত্র! সেই স্বর্ণময় মূর্ত্ত্যংশের জন্য যদি কৌশল করিয়া থাক তাহা হইলে এইক্ষণেই তাহার অংশ লও এবং অনুকম্পাশীল হইয়া আমার সন্তান দুটি প্রদান কর। চণ্ডচড় অতি সরল প্রকৃতি কিয়ৎক্ষণ বাগ্দণ্ড দ্বারা মিত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া আপন অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় তনয়দ্বয়কে বাহির করিয়া দিল। বৈশম্পায়ন এতদ্রূপ ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া অনঙ্গমঞ্জরীকে কহিল এই জন্যই আমি অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া অনঙ্গমঞ্জরী

তৎক্ষণাৎ মনোহর অলঙ্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া বল্লভ সন্নিধানে গমন করিবেন, এমন সময়ে পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ হওয়াতে দেখিলেন উদয়াচল হইতে দিনমণি সমুদিত হইতেছেন, সুতরাং সে দিবস আর যাইতে পারিলেন না।

নব উপাখ্যান।

যখন দিনমণি অস্তগিরিতে গমন করিলেন এবং নিশানাথ পূর্ব্ব দিক্ হইতে উদিত হইতেছেন, এমন সময়ে অনঙ্গমঞ্জরী অতিশয় দুঃখান্বিতা হইয়া বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন বৈশম্পায়ন। বল্লভসন্নিধানে জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইব ঈদৃশ সময় আমার কখন্ উপস্থিত হইবেক? দেখ প্রতিদিনই গমনোদ্যতা হইতেছি তথাপি দুর্ভাগ্য বশতই হউক্ বা অন্য কোন কারণেই হউক্ কোন প্রকারেই যাইতে পারিতেছি না। বৈশম্পায়ন ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল কোন চিন্তা নাই, আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে অদ্যই আপনারা উভয়ে একাসনোপবিষ্ট হইবেন।

মনের মালিন্য দূর করিবেন অতএব আর বিলম্ব করা উচিত নয় শীঘ্র গমন করুন। পরন্তু আর একটি বিষয়ে সাবধান করিতেছি, যেমন কলিঙ্গ রাজ্যেশ্বরের দুহিতা এক সামান্য ব্যক্তির চাতুর্য্যে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া পরিশেষে তাহারই পত্নী হইলেন, অধুনা সেই প্রকার কোন ধূর্ত্ত ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া আপনাকে তদ্রূপ না করে। ইহা শ্রবণ করিয়া অনঙ্গমঞ্জরী কহিলেন সে কি প্রকার বৈশম্পায়ন বলিল শ্রবণ করুন।

কলিঙ্গরাজ্যাধিপতির এক সুশীলানাম্নী পরমরূপবতী কন্যা ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে রামনিধি তর্কবাগীশ নামক এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ করিতেন একদা তর্কবাগীশের দূরস্থ কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হওয়ায় তিনি স্বীয় তনয় হেমচন্দ্রকে রাজকুমারীর অধ্যাপনাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া প্রত্যূষে প্রস্থান করিলেন।

হেমচন্দ্র, পিতার অনুমত্যনুসারে প্রতিদিনই সুশীলার পাঠাগারে গমন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করিলেন। এক দিবস তিনি শিক্ষা

দিতেছেন এমন সময়ে রাজনন্দিনীর হস্তস্থিত পুস্তক হইতে দৈবাৎ একটি পত্র ভূমিতে পড়িল। সুশীলা কহিলেন গুরুতনয়! অনুগ্রহ করিয়া আমার এই পত্রটি উঠাইয়া দিউন। হেমচন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা উত্তোলন করিয়া দিলে রাজকন্যা বিশিষ্ট উপকৃতা হইলেন। হেমচন্দ্র সেই লোকাতীত অসীমরূপলাবণ্যযুক্ত সুশীলাকে তাদৃশী কৃতজ্ঞা দেখিয়া মনে মনে দুষ্টাভিসন্ধি করত বলিলেন আপনি যদি ইহাতে উপকার স্বীকার করিলেন তবে আমি তাহার জন্য প্রত্যুপকার প্রার্থনা করি। রাজবালা ইহা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে ব্রাহ্মণ জাতি অর্থলোভী, হয় ত কিছু অর্থ যাচ্ঞাই করিবেক। ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন অবশ্যই প্রত্যুপকার করিব। বিপ্রনন্দন এইরূপ কৌশল করিয়া সুশীলাকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া সহসা প্রফুল্লান্তঃকরণে বলিল আমার একান্ত ইচ্ছা যে তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া মনের অভিলাষ পূর্ণ কর। নৃপকন্যা অকস্মাৎ গুরুপুত্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াভিভূত

হইয়া অগত্যা স্বীকার করিলেন। কিন্তু অতিশয় খেদান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে হা জগদীশ্বর! আমার ভাগ্যে কি এই লিখিয়া ছিলেন সকলেই জানে আমি রাজবালা, কোন রূপবান ভূপতির রাজ্ঞী হইয়া অসামান্য সুখসচ্ছন্দতা ভোগে ব্যাপৃত থাকিব, তাহা না হইয়া পরিশেষে কেবল শশা রম্ভা আতব-তণ্ডুল প্রভৃতি ভোগ করিয়া এক প্রকার বিধবাচারে জীবন যাপন করিতে হইবেক। যাহা হউক প্রতিজ্ঞা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি এক্ষণে উপায়ান্তর আর কি হইতে পারে; এই প্রকার খেদোক্তি প্রকাশ করিয়া গুরুপুত্রকে বলিলেন, আপনি অদ্য রাত্রিতে এই নগরের পশ্চিমাংশে প্রান্তরমধ্যে যে দেবালয় আছে তদন্তরালে থাকিবেন। রজনীর নিস্তব্ধ সময়ে যখন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপসকল বারেক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত ও বারেক প্রদীপ্ত হইতে থাকিবেক, যখন প্রহরিগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া সময় নির্দ্ধারণ করিতে অশক্ত হইবেক, যখন চিন্তাকুল হত ভাগ্য হতাশ ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহই জাগরিত থাকিবেক না, ঈদৃশ সময়ে আমি

তথায় গমন করিয়া মহাশয়কে স্বামিত্বে বরণ করিব।

হেমচন্দ্র পুলোকিতান্তঃকরণে বাটী গিয়া রজনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে হেম, বিবিধরূপে সুসজ্জীভূত হইতেছেন এমন সময়ে তর্কবাগীশ মহাশয় বাটী আগমন করিলেন। তর্কবাগীশের একটি ভৃত্য ছিল তাহার নাম বাবুরা সে হেমের মনোভিসন্ধি সকলি জানিত, তর্কবাগীশ বহির্ব্বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্রেই বলিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বনাশ উপস্থিত, অদ্য নিশীথ সময়ে প্রান্তরস্থ মন্দিরে রাজকুমারীর সহিত আপনকার পুত্র হেমচন্দ্রের গোপনপরিণয় হইবেক। এই কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি হত-বুদ্ধিও সাতিশয় ভীত হইলেন. তখন বাবুরা কহিল মহাশয় ইহার জন্য এত চিন্তাকুল হইতেছেন কেন? ইহা নিবারণের ভূরি ভূরি উপায় আছে। আপনি স্বীয় পুস্তকাগার হইতে এক খানি কোন প্রাচীন গ্রন্থ আনয়নার্থ তাহাকে অনুমতি করুন। হেমচন্দ্র যৎকালে উক্ত পুস্তক অন্বেষণে নিযোজিত থাকিবেন এই অবকাশে আমি পরিহাসচ্ছলে

সেই দ্বারের শৃঙ্খল বদ্ধ করিব। তাহা হইলেই সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, কারণ রাজনন্দিনী অদ্য নিশীথ সময়েই বরমাল্য প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন। শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে যে আর রাজাত্মজা পুনর্ব্বার ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্তা হইবেন তাহা অসম্ভব। তর্কবাগীশ বাবুরামের পরামর্শানুসারে স্বীয় তনয়কে পুস্তকালয়ে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এদিকে যামিনী উপস্থিতা ক্রমশঃ দশদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। বাবুরা মনে মনে বিবেচনা করিল যে অদ্য কিঞ্চিৎ চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে পারিলে অনায়াসেই রাজার জামাতা হইতে পারি। অতএব ঈদৃশ সুযোগ পাইয়া ঔদাস্য অবলম্বন করা বিধেয় নহে। এই বলিয়া সেই প্রান্তরস্থ মন্দিরসমীপে একটি বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান পূর্ব্বক রাজবালার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এখানে সুশীলা নানাবিধ বেশ ভূষায় বিভূষিতা হইয়া রজনী দ্বিপ্রহর সময়ে একাকিনী সেই তিমিরাবৃত মন্দিরে উপনীতা হইলেন।

অনন্তর তত্রস্থ প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজাদি কার্য্য সুসম্পাদিত করিয়া বলিলেন এস্থানে গুরু তনয় আসিয়াছেন? বাবুরা তৎক্ষণাৎ সেই পাদপাস্তরাল হইতে অতি মৃদুস্বরে বলিল হাঁ আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজকুমারী তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া বরমালা প্রদান করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই জানিতে পারিলেন যে এ গুরুনন্দন নহেন তাঁহার ভৃত্য বাবুরা তখন আত্মশিরে করাঘাত করত হা বিধাতঃ আমার ললাটে কি এই লিখিয়াছিলে এই বলিয়া বিষাদ সমুদ্রে নিমগ্না হইলেন। ।

এই পর্য্যন্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া বৈশম্পায়ন কহিল অনঙ্গমঞ্জরি! আপনাকে যে অসাবধান পূর্ব্বক যাইতে বারম্বার নিষেধ করিতেছি তাহার কারণ শুনিলে? বিশেষতঃ কামাতুর যুবা ব্যক্তিদিগের প্রতি বিশ্বাস করা যুক্তি সিদ্ধ নহে যেহেতু তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য। এই কথা বলিতে বলিতে প্রাচীদিক্‌রূপ আশ্চর্য্য প্রাসাদ হইতে দিননাথ বহির্গত হইতেছেন দেখিয়া রাজমহিষী সে দিবসও মনোগত কার্য্য উদ্ধারে বিমুখ হইলেন।

সপ্তম উপাখ্যান।

পরদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবামাত্র গজেন্দ্রগামিনী অনঙ্গমঞ্জরী বৈশম্পায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন বৈশম্পায়ন! অনুমতি কর এবং, যদি সেই মনোহর আমার সহিত কুব্যবহার করেন তবে আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও বল পক্ষ। ইহা শুনিয়া কহিল রাজবালে। সে ব্যক্তি আপনকার সহিত অহিতাচরণ করিলেও আপনি হঠাৎ তাহার প্রত্যুত্তর না দিয়া কিঞ্চিৎকাল প্রীতি প্রসঙ্গে কাল যাপন করিয়া প্রত্যাগত হইবেন। কারণ পণ্ডিতগণের উক্তি আছে যে স্বকার্য্যসাধনের নিমিত্ত বৈরনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইবেক না। দেখ! এক প্রাচীন সর্প ভেককুল ধ্বংস করণাভিপ্রায়ে কৌশল করিতে ত্রুটি করে নাই। ইহা শুনিয়া অনঙ্গমঞ্জরী কহিলেন সে কি প্রকার, পক্ষীন্দ্র বলিতে প্রবৃত্ত হইল।

সিন্ধুরাজ্যের অন্তর্গত এক ভয়ানক অরণ্যানী-মধ্যে বহুদিনের প্রাচীন একটি কৃষ্ণসর্প থাকিত। পরে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত ক্রমশঃ জীর্ণ ও শীর্ণকলেবর হওয়াতে সুতরাং তাঁহার আহারাদিরও কষ্ট হইতে

লাগিল একদা সর্প মনে মনে পর্য্যালোচনা করিল যে এক্ষণে সামর্থ্যহীন হইয়াছি বিশেষতঃ কোন কোন ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়াছে স্বয়ং আহার অন্বেষণ করিয়া উদরপূর্ত্তি করা সুকঠিন। অতএব এই কাননপ্রান্তে তড়াগতীরে গিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকি। যদি দৈবাৎ কোন জলচর জন্তু সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। ফলতঃ তাহাই করিল। কিয়দ্দিবস পরে নিরীহ-স্বভাব এক ভেক জল হইতে উঠিয়া হঠাৎ সর্পের সম্মুখেই পড়িল এবং সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল ওহে সর্প! তুমি বহু দিবসাবধি এই স্থানে কি জন্য পতিত আছ? আর অনাহার ব্রতেই বা কি নিমিত্ত সঙ্কল্প করিয়াছ? সর্প কহিল মিত্র হে! ভাগ্যের কথা কত বলিব, অধিক কি আমার দুঃখ কাহিনী শ্রুতিগোচর করিলে কোন পাষাণহৃদয় ব্যক্তির মনে কারুণ্যরসের সঞ্চার না হয়। তখন ভেক বলিল উক্ত বিবরণ কি প্রকার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সর্প বলিতে আরম্ভ করিল।

আজমীর দেশে তিলকেশ্বর নামক এক ধার্ম্মিক

চূড়ামণি নরপতির বাস ছিল। তিনি সতত দেবতাদিগের অভ্যর্চ্চনা, শান্তি যজ্ঞাদি করাতে তাঁহার মহিষী গর্ব্ভবতী হইয়া যথা কালে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রটি অল্পদিবস মধ্যেই বিলক্ষণ সুপণ্ডিত হইয়া উঠিল। রাজা স্বাত্মজের পারদর্শিতা দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লান্তঃকরণ হইলেন এবং সেই সুযোগ্য রাজকুমারের অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, সিংহাসনারূঢ় করাইয়া, আপনি রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হওত ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত থাকিলেন।

ভূপতির দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি এক দিবস রাজধানী গিয়াছিলাম। ক্ষণকাল পরে বিনাপরাধে যুবরাজকে দংশন করিবামাত্র অসহ্য বিষের জ্বালায় তিনি কালকবলে নিপতিত হন। রাজা তিলকেশ্বর পুত্রশোকে নিতান্ত আকুল ও ক্রন্দন পরতন্ত্র হইয়া এককালে জ্ঞানশূন্য হইলেন। অমাত্যবর্গ ও প্রতিবেশিগণ সান্ত্বনার্থ রাজভবনে উপনীত হইয়া কাতর বাক্যে কহিতে লাগিল;

মহারাজ! আপনি জ্ঞানবান হইয়া ঈদৃশ অনুতাপের বশীভূত হইতেছেন কেন? দেখুন্ মানব

দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিশ্চিত কালেই ধ্বংস হয়। অতএব তজ্জন্য শোকান্ধ হইয়া পরমার্থ চিন্তা বিস্মৃত হওয়া মহতের উচিত হয় না। তরণিস্থ মনুষ্যসমূহ গমন কালে পরস্পর মিষ্টালাপ দ্বারা বিলক্ষণ মিত্রতা করিয়া পরক্ষণেই যেমন আপন আপন কার্য্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, মানব জন্মও তদ্রূপ। বিশেষতঃ এই সংসারের যাবদীয় পদার্থ সকলি অনিত্য। অধিক কি পূর্ব্ব কালে শুম্ভ নিশুম্ভ রাবণ প্রভৃতি দুর্বৃত্ত রাজাদিগের বিক্রমে যমপর্য্যন্ত কম্পিত হইতেন, পরে তাহাদিগেরও পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। এবং রামচন্দ্র যুধিষ্টির প্রভৃতি ধার্ম্মিক চূড়ামণি সকল, যাহাঁদিগের যশঃপ্রভায় ভূমণ্ডল আলোকে পূর্ণ হইয়াছিল তাঁহারদিগেরও লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব সকলি বৃথা কেবল সেই বিকারহীন, ধ্বংসহীন, নিয়ন্তা জগদীশ্বরই সত্য একান্ত চিত্তে অহরহ তাঁহারই উপাসনা করুন পরিণামে মুক্তি হইবে সন্দেহ নাই।

অমাত্য বর্গের প্রবোধ বাক্যে নৃপতি, ক্ষণমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কহিলেন এসংসাররূপ

নরকে আর অবস্থান করিব না। যে ব্যক্তি এই অসার সংসার অনায়াসে বিসর্জ্জন করিয়াছে সেই সুখী। অনন্তর প্রধান মন্ত্রীকে স্বীয় বিভবাদি প্রদান পূর্ব্বক গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাবলম্বন করিলেন। আহা! একে রাজ-পুরুষ, রূপ লাবণ্যের সীমা নাই, তাহাতে ভস্মচ্ছা-দিত দেহ, মস্তকে দীর্ঘ জটা, বল্কল পরিধান, প্রায় সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ পূর্ব্বক ত্রিশূল হস্তে করিয়া জয় বিশ্বেশ্বর কোথা বিশ্বেশ্বর ইত্যাদি ধ্বনি করিতে করিতে বিশ্বেশ্বর ধামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাত্রাকালে আমাকে এক প্রকার অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে রে ক্রূর! বিনাপরাধে তুমি যেমন আমার অনিষ্ট করিয়াছ, তাহার প্রতিফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবেক অর্থাৎ অদ্যাবধি তুমি মণ্ডূককুলের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। দেখ মিত্র! সেই ভূপতির সেই বাক্য প্রতিপালন জন্য আমার ঈদৃশ দশা ঘটিয়াছে, আমার একে ত জীর্ণ কলেবর তাহাতে কএক দিবস অনাহারে অতিশয় শীর্ণ হইয়া কেবল আপনাদিগের অনু-

মতি প্রতীক্ষা করিতেছি। এক্ষণে উপায়ান্তর দ্বারা যে আহার সামগ্রী আহরণ ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারি এরূপ সামর্থ্য নাই সুতরাং জগদীশ্বর ভরসা মাত্র। যিনি এই ভূমণ্ডলে অদ্ভুত কৌশল দ্বারা অসংখ্যক জীবসমূহকে দুস্তর বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন সেই বিশ্বনিয়ন্তা জগত্রাতা আমাকেও রক্ষা করিবেন। ভেক ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হওত সর্প বৃত্তান্ত তাহাদিগের রাজার কর্ণগোচর করিল? ভেকরাজ, কৌতুকাবিষ্ট ও তীরোত্থিত হইয়া সর্পকে কহিল যে আমি তোমার পৃষ্ঠে আরূঢ় হইব প্রতিদিন আমাকে বহন করিতে হইবেক। সর্প বলিল আমাকে অভিসম্পাতের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবেক সন্দেহ কি? পরে প্রথম দিন ভেক, সর্পবাহনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় দিন তাহার চলৎশক্তির ন্যূনতা দেখিয়া ভেক জিজ্ঞাসিল ওহে ভৃত্য। অদ্য চলিতে পারিতেছ না কেন? তখন সেই ধূর্ত্ত সরীসৃপ কহিল আমি আহারাভাবে এইরূপ হইয়াছি। মণ্ডূকস্বামী ইহা শ্রবণ করিয়া কহিল

আমার আজ্ঞানুসারে অদ্যাবধি তুমি এক একটি ভেক ভক্ষণ করিবে। সর্প তদনুসারে ভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ জলাশয় ভেকশূন্য করিয়া পরিশেষে ভেকরাজকেও উদরস্থ করিল। বৈশম্পায়ন এই পর্য্যন্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া অনঙ্গমঞ্জরীকে কহিল এইজন্য বুধগণ কর্ত্তৃক লিখিত আছে যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বকার্য্য সম্পাদনার্থ অবশ্যই ন্যূনতা স্বীকার করিতে পারেন। যাহা হউক আর বৃথা বিলম্বে আবশ্যক নাই প্রিয়সন্নিধানে গমন করুন। অনঙ্গমঞ্জরী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিলেন যামিনী প্রায় শেষ হইয়াছে সুতরাং সে দিবসও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অষ্টম উপাখ্যান।

দিবাবসানে যখন দিনমণির কিরণ ম্লান হইয়া পড়িল তখন অনঙ্গমঞ্জরী মন্দ মন্দ গতিতে বৈশম্পায়নের নিকটে গিয়া কহিলেন, অদ্য আমি অভীষ্ট সম্পাদনে এখনি যাত্রা করিব অতএব শীঘ্র অনুমতি কর? ইহা শ্রবণে পক্ষী কহিল

রাজাঙ্গনে! আমি প্রতিদিনই আপনাকে অনু-মতি প্রদান করিতে ত্রুটি করি না। কিন্তু কেবল আপনকার দুর্ভাগ্য বশতই ঈদৃশ অভীষ্টকার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। যাহা হউক অধুনা অবিলম্বেই গমনোদ্যতা হউন, কিন্তু আমার এক নিবেদন শ্রবণ করুন, পূর্ব্বাপর কিম্বদন্তী আছে যে যাহার যদ্রূপ চরিত্র তাহার সহিত তদনুসারে প্রণয় করিবেক। অতএব আপনি তথায় সমুত্তীর্ণ হইয়া দেখিবেন, যদি তিনি তদুপযুক্ত রসিক ও সচ্চরিত্র হন তবে তাঁহার সহিত অকপট প্রীতি ও তাঁহার হিত চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ তাঁহাদ্বারা আপনি যাদৃশ উপকৃত হইবেন তদনুসারে প্রত্যুপকার করিতে ত্রুটি করিবেন না। যেমন সুকণ্ঠ ও অনঙ্গভূষণ নামে দুই কিন্নর স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদোষে এই অবনীমণ্ডলে অতি নীচ যোনিপ্রাপ্ত হইয়াও প্রাণপণে অবন্তীনগরাধিপতির যথেষ্ট হিত সাধন করিয়াছিল। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শুনিয়া কহিলেন সে কি রূপ বল, তখন বৈশম্পায়ন বলিতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বকালে সুকণ্ঠ ও অনঙ্গভূষণ নামা দুই কিন্নর দেবরাজের সভায় নৃত্যগানাদি করিত। একদা ইন্দ্র-দেব ঐ কিন্নরদ্বয়কে কোন অপকৃষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যে তোমরা যদ্রূপ কুক্রিয়া করিয়াছ তন্নিমিত্ত উভয়েই শরীসৃপ যোনিপ্রাপ্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জীবন যাপন কর দেবরাজ এবম্প্রকারে অভিসম্পাত করিলে কিন্নরদ্বয় তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে সজলনয়নে অতি কাতর বচনে কহিতে লাগিল হে প্রভো! আমরা সামান্য অপরাধ করিয়াছি তজ্জন্য এতাদৃশ গুরুতর দণ্ড বিধান করা কি উচিত; ভাগ্যে সকলি ঘটিতে পারে নতুবা অল্পদোষে আশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি এপ্রকার কোপানল প্রজ্বলিত করা প্রায় অসম্ভব। যাহা হউক অধুনা অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক শাপ বিমোচনের কোন উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিউন। তাহা না হইলে ভূমণ্ডলে মানবমণ্ডলীমধ্যে সরীসৃপ দেহ ধারণ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা কতকাল সহ্য করিব। তখন সুরেশ্বর উহাদিগের খেদোক্তি শুনিয়া ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন, কিছুকাল পরে

অবন্তীনগরবাসী রাজকুমার রণসিংহ কর্ত্তৃক তোমরা উপকৃত হইবে। পরে তোমরা উভয়েই যখন প্রত্যুপকার করণস্থলে তাঁহার আশ্রিত হইয়া কালযাপন করিবে তখন এই অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইয়া পুনশ্চ স্বর্গলোকে আগমন পূর্ব্বক আমার সভায় নৃত্যগীতাদি করিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে তোমরা উভয়েই সরীসৃপ দেহ ধারণ করিয়া অর্থাৎ সুকণ্ঠ সর্পযোনি ও অনঙ্গভূষণ ভেকযোনি প্রাপ্ত হইয়া ভূমণ্ডলে গমন কর। এবং মধ্যে মধ্যে তোমরা ইচ্ছানুসারে মানবদেহ ধারণ করিলেও করিতে পারিবে।

দেবরাজের এবম্ভূত আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সুকণ্ঠ সর্প ও অনঙ্গ ভূষণ ভেক জাতি হইয়া জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক অবন্তী নগরান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস-স্থান নির্ণয় করিল। ঐ সময় উক্ত নগর প্রতাপ-শালী রাজা রণাদিত্যের অধীনে ছিল। রাজার দুই পুত্র, একের নাম রণজিৎসিংহ দ্বিতীয়ের নাম রণসিংহ রাখিয়াছিলেন। পরে ভূপাল রণাদিত্য পরলোক যাত্রা করিলে রণজিৎসিংহ পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য সমস্ত গ্রহণাভিলাষে কনিষ্ঠ সোদর রণ-

সিংহের প্রাণবধের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। রণসিংহ প্রাণভয়ে কাতর হইয়া তন্নগর হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পর্য্যটনকরণাভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর বেলা মধ্যাহ্ন সময়ে যখন মার্ত্তণ্ডদেবের অসহ্য প্রখরজ্যোতিঃ সমূহ দশদিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে, ঈদৃশ সময়ে রাজকুমার রণসিংহ, দুঃসহ আতপতাপে তাপিত হইয়া সেই নগর প্রান্তে প্রান্তরসন্নিহিত এক পাদপমূলে শ্রান্তি দূর করণার্থ উপবিষ্ট হইলেন, এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অনতি দূরস্থ এক সরোবরের তীরে সেই সর্পরূপী সুকণ্ঠ, ভেকরূপী অনঙ্গভূষণকে অন্য কোন ভেক মনে করিয়া আক্রমণ করিয়াছে। রণসিংহ, সেই আক্রান্ত ভেকের কাতরধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তন্নিকটে গমন করিলেন। এবং দেখিলেন এক ভয়ানক সর্প নিরীহ বর্ষাভূকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাজকুমার ক্রোধপূর্ব্বক ভেকের প্রাণ রক্ষার্থ বলিলেন ওরে দুরাত্মা সর্প! তুমি এই নির্দ্দোষ ভেককে পরিত্যাগ কর,

নতুবা এইক্ষণেই তোমাকে যমসদনে প্রেরণ করিব। সর্প, ঈদৃশ ভয় প্রদর্শক বাক্য শুনিয়া অভীপ্সিত ভক্ষ্য পরিত্যাগ করিল। বর্ষাভূ তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তি জলাশয়ে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়িত হইল। তখন সাপ, বিনম্র বদনে সেই যুবরাজের ক্রোধান্বিত কলেবর এক দৃষ্টে অবলোকন করিতে লাগিল। রণসিংহ তাহা নিরীক্ষণ করত লজ্জিত হইয়া দয়ার্দ্র চিত্তে বলিতে লাগিলেন, আমি অতি নরাধম! মানব দেহ ধারণ করিয়া প্রাণপণে অনাহার ব্যক্তিদিগকে আহার প্রদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য বিশেষতঃ যাহাতে কোন ব্যক্তিরই অপকার সম্ভাবনা এমত বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই বিধেয় নহে। কিন্তু এই সরীসৃপ কেবল আমা হইতেই প্রত্যাশিত আহারে বিমুখ হইয়াছে। আমি অকারণে উহার দুর্ব্বিষহ ক্ষুধানলে ভক্ষণাহুতি প্রদানে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছি। অতএব আমি কোন কালেই এই অমোঘ পাপ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হইব না। পরিশেষে আমাকে অবশ্যই নিরয়গামী হইতে হইবেক সন্দেহ নাই। অনন্তর রাজা, সর্পের ভক্ষণার্থ

স্বীয় দেহ হইতে এক খণ্ড মাংস কাটিয়া তাহার মুখসমীপে নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষুধার্ত্ত সর্প তৎক্ষণাৎ তাহা মুখে করিয়া লইয়া ভুজঙ্গীর নিকটে উপনীত হইল, এবং উভয়েই একাসনোপবিষ্ট হইয়া হর্যান্বিতান্তঃকরণে সেই নরমাংসের আস্বাদ গ্রহণ করিল। পরে আহার সমাপ্ত হইলে ভুজঙ্গী বলিল স্বামিন্! এতাদৃশ সুস্বাদু ও সুকোমল মাংস কখনই ভক্ষণ করি নাই ইহা তুমি কোন স্থান হইতে আনয়ন করিয়াছ? সর্প, সহধর্ম্মিণীকে তাহার বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিল। সর্পপত্নী, পূর্ব্বাপর সবিশেষ অবগত হইয়া বলিল আহা! এরূপ পরহিতৈষী পুণ্যাত্মা ব্যক্তি কখনই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। যাহা হউক অধুনা প্রাণপণে তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে তোমার কর্ত্তব্য। সর্প, পত্নীর ঈদৃশ সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল যে, দেবরাজের অনুশাসন আছে যে রাজকুমার রণসিংহের প্রত্যুপকার করিলে মুক্তি পাইব বোধ করি ইনিই তিনি হইবেন। পরে ভুজঙ্গ, মানবের আকার ধারণ পূর্ব্বক রণসিংহের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার

কিঙ্কররূপে পরিগণিত হইয়া কালক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এখানে বর্যাভূ কাল গ্রাস হইতে জীবন প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বেই পত্নীর নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় বিপদের পূর্ব্বাপর সবিশেষ বিজ্ঞাপন করিল। মণ্ডূকপত্নী সমস্ত অবগত হইয়া কহিল স্বামিন্! আপনি এক্ষণেই তথায় গমন করিয়া সেই পর হিতৈষী রাজপুত্রের হিতসাধনে যত্নশীল হউন। তখন ভেকরূপী অনঙ্গভূষণ, ভার্য্যার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল এই রাজকুমার কদাচই সামান্য ব্যক্তি নয়। বিশেষতঃ ইহারদ্বারা আমি যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইয়াছি। অতএব তজ্জন্য যথাসাধ্য প্রত্যুপকার করাও বিধেয়। অপর হয় ত ইহাতেই দেবরাজের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইব। অনন্তর অনঙ্গভূষণ মানবাকার ধারণ পূর্ব্বক ঐ সকলবিষয় আন্দোলন করিতে করিতে রাজা রণ সিংহের সন্নিকটে গমন করিল। যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হওয়া অবধি সর্ব্বদাই চিন্তাকুল হইয়া কালক্ষেপ করেন। সে দিবসও সুকণ্ঠ সমভি-

ব্যাহারে একটি তরুমূলে অনন্যমনা হইয়া উপ-বিষ্ট আছেন, ঈদৃশ সময়ে অনঙ্গভূষণ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ। আমি অদ্যাবধি মহাশয়ের নিকটে বিনাবেতনে দাসত্ব স্বীকার করিব মানস করিয়াছি, এক্ষণে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক অনুমতি করি-লেই কিঙ্কর মধ্যে পরিগণিত হইয়া দিন যাপন করি। ভূপতি স্বীকার করিলেন এবং পরক্ষণেই তিন জনে একত্র হইয়া ক্রমশঃ বহুদেশ অতিক্রম করিয়া এক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পরে রাজদ্বারে গিয়া দ্বারপালকে কহিলেন আমরা অনেক দূরদেশ হইতে রাজদর্শনে আসিয়াছি। দ্বারী রাজার নিকট এই সংবাদ নিবেদনানন্তর রাজার অনুমত্যনুসারে তিন জনেই রাজ সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। রণসিংহের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে অসামান্য ব্যক্তি বোধ হইতে লাগিল। রাজা দৃষ্টিমাত্র অমাত্য বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে আমার বোধ হয় যেন কোন নৃপবর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। রাজা পারিষদ্গণের সহিত এই

রূপ বিতর্ক করিতেছেন এমন সময়ে রণসিংহ নিকটে গিয়া কহিলেন মহারাজ আমি নবীন দীন-ভাবাপন্ন দুঃখী ব্রাহ্মণ, আপনি অতি পুণ্যাত্মা ও পরমদয়ালু শুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ আপনকার নিকট আসিয়াছি। কোন কর্ম্মচারির পদে আমাকে নিযুক্ত করুন। রাজা জিজ্ঞাসা করি-লেন তুমি কি কি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ এবং তুমি মাসিক কত বেতন প্রার্থনা কর? রণসিংহ বলিলেন আপনি যখন যাহা অনুমতি করিবেন তাহাই সুসম্পন্ন করিব কিন্তু আমার মাসিক বেতন দশ সহস্র মুদ্রা। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন আমি এত অধিক মাসিক প্রদানে সমর্থ হইব না।

ইত্যবসরে এক জন অমাত্য নিবেদন করিল নরেশ্বর! ইহাকে সহসা বিদায় দেওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। যে ব্যক্তির মাসিক বেতন এত অধিক তাহার অবশ্যই কোন না কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে। অতএব কিছু দিন ইহাকে কোন পদাভিষিক্ত করুন তাহা হইলেই বিলক্ষণ জানিতে পারিবেন যে ইহার কর্ম্মদক্ষতা কিরূপ।

এবং ইহা দ্বারা কোন কোন কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে। রাজা অমাত্যের পরামর্শানুসারে রণসিংহের প্রার্থিত বেতন স্বীকার পূর্ব্বক রাজ সংসারে কোন কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। রণসিংহ যথাসাধ্য কার্য্যনৈপুণ্য প্রকাশ করত দিন যাপন করিতে লাগিলেন, এবং মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইলে তাহা তিন অংশে বিভক্ত করিয়া একাংশ দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতেন আর এক ভাগ অন্ধব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ বিতরণ করিতেন, অবশিষ্ট অংশ পুনশ্চ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে বস্ত্রাদি ক্রীত করিয়া বস্ত্রবিহীন ব্যক্তিসমূহকে দিতেন অপর অংশ আপনাদিগের দৈনন্দিন ব্যয় করিয়া প্রফুল্লচিত্তে দিনপাত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে এক দিন রাজা জলপথে পর্য্যটনাভিপ্রায়ে বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে করিয়া বহির্গত হইলেন এবং রাজধানীর অদূরবর্ত্তি স্রোতস্বতীতে এক খানি সুচিত্র মনোরম্য তরণী আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে হিল্লোল ও জলোচ্ছ্বাসের ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট

হওয়ায় অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন ইদৃশ সময়ে তাঁহার মস্তক হইতে মণিময় কিরীট জলে নিপতিত হইল, এবং ঘূর্ণিতজলপ্রবাহমধ্যে তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইয়া গেল। ভূপতি স্বীয় শিরোভূষণ দৈবাৎ পতিত দেখিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে রণসিংহকে কহিলেন। দেখ ! তুমি পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত আছ যে রাজ আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম্মই করিতে সমর্থ হইবে। অতএব আপাততঃ এই ভয়ানক জলপ্রবাহের অভ্যন্তর হইতে আমার কিরীট আনয়ন কর; যদি উপস্থিত কার্য্যে অক্ষম হও তাহা হইলে অবিলম্বেই যথোচিত দণ্ডবিধান করিব সন্দেহ নাই। রণসিংহ এই বিষম আজ্ঞা শুনিয়া বিষণ্ন চিত্তে চিন্তাসমুদ্রে ভাসমান হইলেন, এবং মনে মনে কর্ত্তব্য কি এই বিবেচনায় নানা কল্পনা করিতে লাগিলেন। অনঙ্গভূষণ ইহা অবলোকন করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিল, প্রভো ! আপনি এই সামান্য নিগড়ার দীঘীমধ্যে প্রবেশ করিতে ভীত হইয়া অপারপারাবারে ভাসিতে প্রবৃত্ত হইলেন ? যাহা হউক চিন্তাকুল হইবেন না এ আজ্ঞাধীন

নিকটে থাকিতে উপস্থিত কার্য্যে কদাচ অপ্রস্তুত হইবেন না। আমাকে অনুমতি করুন এক্ষণেই রাজমুকুট আনিয়া দিব। রণসিংহ ইহা শ্রবণে হর্ষাতিশয় সহকারে বলিলেন, অনঙ্গভূষণ! তুমি যথার্থই প্রভুভক্ত যাবতীয় প্রভুকার্য্যসম্পাদনে সক্ষম হওয়া সকল ব্যক্তির কর্ম্ম নয়। বিশেষতঃ এতাদৃশ প্রবাহিত গভীর জলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রাজমুকুট আনা অতীব দুষ্কর। কিন্তু যদি ইহা আনিতে পার তাহা হইলে যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইব অতএব শীঘ্রই সচেষ্ট হও। অনন্তর অনঙ্গভূষণ ভেকরূপ ধারণ করিয়া জলমগ্ন হইল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজমুকুট আনিয়া স্বীয় প্রভুর হস্তে অর্পণ করিল। রণসিংহ আনন্দে পুলকিত হইয়া সেই শিরোভূষণ হস্তে করিয়া কহিলেন মহারাজ! কিরীট গ্রহণ করুন নরপতি প্রনষ্ট শিরোভূষণ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও বিস্ময়াভিভূত হইলেন এবং অন্যান্য অমাত্যগণকে কহিলেন কি আশ্চর্য্য! রণসিংহ সকল কার্য্য সম্পাদনেই সক্ষম ইহাকে আরও অধিক বেতন প্রদান করিলেও হানি নাই।

কিয়দ্দিবসানন্তর একদা নিশীথ সময়ে রাজার অন্তঃপুরস্থ রাজবালার শয়নাগারে এক সর্প প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় দংশন করিল। রাজা শ্রবণ মাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অনেকানেক বিষবৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ব্যক্তিই আরোগ্য করিতে পারিল না। পরে চিকিৎসকেরা কহিল মহারাজ কোন ঔষধ বা মন্ত্রে ইহার প্রতীকার হইবে না। বোধ হয় রাজনন্দিনী রক্ষা পাইবেন না, অতএব এক্ষণে ইঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ভূপাতি ইহা শুনিয়া সজলনয়নে অতি কাতর বাক্যে মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন। রুদ্রসিংহ! তুমি যেরূপে হউক আমার তনয়াকে আরোগ্য কর আমি নিতান্তই হতাশ হইয়াছি এক্ষণে তুমি মনোযোগ না করিলে উপায়ান্তর নাই। কিন্তু যদি উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার না করিতে পার এবং কন্যার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহা হইলে শানিত অসিদ্বারা তোমাকে ছিন্ন মস্তক করিয়া পরিশেষে আপনিও উদ্বন্ধন দ্বারা অবিলম্বেই কৃতান্ত নিকেতনে যাত্রা করিব।

রণসিংহ ঈদৃশ দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদনার্থ রাজআজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উৎকণ্ঠিতান্তঃকরণে বারি-পূর্ণ লোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে এক একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহেন হা ! জগদীশ্বর, আমি অকূল পারাবারে পতিত হইলাম কোন্ ব্যক্তি দ্বারা এই বিপদ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইব। রণসিংহ এবম্প্রকারে চিন্তা করি-তেছেন এমন সময়ে সুকণ্ঠ নিকটে আসিয়া কহিল প্রভো !. আপনি সামান্য বিষয়ের জন্য এত চি-ন্তাকুল হইতেছেন কেন ? আমি অবিলম্বেই রাজ-কুমারীকে রোগ হইতে মুক্ত করিব। কিন্তু রাজ কন্যাকে একটি নির্জনগৃহাভ্যন্তরে রাখিতে হই-বেক। তখন রণসিংহ পরমানন্দে উৎসুকান্তঃ-করণে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল। মহা-রাজ! আপনি রোদন করিবেন না রাজনন্দিনীকে অবশ্যই আরোগ্য করিব। তাঁহাকে একটি জন শূন্য গৃহে রাখিতে অনুমতি করুন্। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিচারকদিগকে আহ্বান করত রণসিংহের অভিলষিত কার্য্য করণার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারা যত্নপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ

তাহাই করিল। পরে সুকণ্ঠ তদগৃহে প্রবৃষ্ট হইয়া সর্পের রূপ ধারণ করিল, এবং রাজ কন্যার দেহস্থ দংশস্থান নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে শোষণ পুর্ব্বক বিষ আকর্ষণ করিয়া লইল। রাজবালা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চেতন প্রাপ্ত হইলেন। সুকণ্ঠ পুনর্ব্বার মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া বহির্গত হইল। ভূপতি, কন্যা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আগমন করিলেন, এবং আত্মজার সুচারু মুখপঙ্কজ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন, নেত্র যুগল হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা কহিলেন রণসিংহ, তুমি যদ্রূপ উপকার করিয়াছ তৎ সদৃশ প্রত্যুপকার করিতে আমার সাধ্য নাই অধিক কি তোমাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও পরিশোধ হইবে না। কিন্তু যাবজ্জীবন পরস্পরের স্মরণার্থচিহ্নোপযোগী কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অতএব তুমি আমার এই কন্যার পাণিপীড়ন কর। রণসিংহ সম্মত হইয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। রাজা কন্যাপ্রদানানন্তর একটি মনোহর অট্টালিকা বাটী

এবং স্বরাজ্যের চতুর্থাংশ জামাতাকে প্রদান করিলেন। রণসিংহ তথায় কিঞ্চিৎকাল পরম সুখে দিন যাপন করিয়া তথা হইতে কতকগুলি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া স্বদেশে সমাগত হইলেন। রাজধানীতে উপনীত হইয়াই সমরানল প্রজ্বলিত করাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রণজিৎসিংহকে পরাভূত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে হইল। সুতরাং রণসিংহ পৈতৃক সিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা রণসিংহ সিংহাসনাসীন হইয়া বিচার করিতেছেন এমন সময়ে সুকণ্ঠ ও অনঙ্গভূষণ রাজসভায় আগমন করিয়া এক প্রান্ত ভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ! অদ্যাবধি আমরা অবকাশ প্রার্থনা করি. অনুমতি করুন। নরেশ্বর তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন দেখ! তোমাদিগের ক্ষমতা বলেই আমি ধন, মান প্রাণ প্রভৃতি সকলি প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব তোমাদিগকে কোন প্রকারে বিদায় প্রদানে সমর্থ হইব না। তখন তাহারা সুরেশ্বরের অতিসম্পাত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে বিবৃতি

করিল। রাজা শাপ বিবরণ শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য উহাদিগের অভীষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক বিবিধ বিনয় বাক্যে উভয়কেই সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। তাহারা শাপ হইতে মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পুনশ্চ কিন্নর দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গারোহন করিল। এই পর্য্যন্ত কহিয়া বৈশম্পায়ন বলিল আপনি এই ক্ষণেই গমন করুন্ বিলম্বে প্রয়োজন নাই। অনঙ্গমঞ্জরী, বিভাবরী বিগতা দেখিয়া সে দিনও গমনে বিমুখ হইলেন।

নবম উপাখ্যান।

অনঙ্গমঞ্জরী, পুনর্ব্বার প্রদোষকাল উপস্থিত দেখিয়া মন্দমন্দ গমনে বৈশম্পায়ন সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন। বৈশম্পায়ন, যৎকালে তুমি প্রিয়সন্নিধানে গমন করিতে অনুমতি কর, তখন আমার চিত্তভূমি, অপরিমিত আনন্দরসে আর্দ্র হইয়া ক্রমশঃ বিবিধ ইচ্ছাফলের অঙ্কুর বহির্গত হইতে থাকে। পরে গমনোদ্যত হইয়া যখন তদ্রূপ কার্য্য সম্পাদনের প্রতিবন্ধকরূপ চিহ্ন

চতুর্দ্দিকে বিলোকিত ও শ্রুতিগোচর হয় তখন এককালে বিষাদ সমুদ্র উথলিয়া সেই চিত্ত ভূমি প্লাবিত হইয়া যায়, এবং তাহার তরঙ্গাদিঈক্ষণ করিলে নানা বিভীষিকায় প্রায় প্রাণ বিয়োগ হয়। ফলতঃ অধুনা আমার অন্তঃকরণ চিন্তা পরতন্ত্র হইয়া পর্য্যায় ক্রমে আনন্দ ও বিমর্ষের বশতাপন্ন হইতেছে ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা শুনিয়া বৈশম্পায়ন বলিল, রাজ মহিষী, ইহার কারণ প্রাচীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গ মহাশয়েরা লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাবধি তাহা দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। অনঙ্গমঞ্জরী কহিলেন সে প্রসঙ্গ কিরূপ শুনিতে ইচ্ছা করি, বৈশম্পায়ন বলিতে আরম্ভ করিল।

বিশ্বনিয়ন্তা যখন বিশ্বরাজ্য সৃষ্টি করেন তখন আনন্দ ও বিমর্ষেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। আনন্দ, দ্যুতিবংশজাত ধর্ম্মেরপুত্র ও বিমর্ষ তিমির বংশোদ্ভব পাপের পুত্র, পূর্ব্বে ধর্ম্ম পুত্রের বাসস্থান স্বর্গরাজ্যে ছিল, এবং পাপ পুত্রের বাসস্থান নরক রাজ্যে ছিল। এই উর্দ্ধাধঃস্থিত উভয় রাজ্যের মধ্যবর্ত্তি দেশের নাম ভূমণ্ডল এই স্থানে ধার্ম্মিক

ও পাপাত্মা দুই প্রকার লোকেই বশতি করিয়া থাকে। একদা সর্ব্বস্রষ্টা বিধাতা এইরূপ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন যে ধরাবাসী মানবমণ্ডলী মধ্যে সকলকেই সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওনোপযোগী ক্ষমতা প্রদান করা বিধেয় নহে। বরং একাধারে পুণ্য. পাপ উভয়ই থাকে এতদ্রূপ প্রবৃত্তি প্রদান করা উচিত। পরে সর্ব্বস্বামী জগদীশ্বর আনন্দও বিমর্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন. তোমরা ভূমণ্ডলে যাইয়া ঐক্যরূপে মানবজাতির উপর আধিপত্য সংস্থাপন কর? তখন তাহারা সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবনীমণ্ডলে উত্তীর্ণ হইল। তদবধি মানবজাতির মধ্যে এমন ধার্ম্মিক পুণ্যাত্মা কেহ নাই যে যিনি কখনই পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, এবং এমন পাপাত্মাও কেহ নাই যাঁহার কোন না কোন বিষয়ে যথা কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম জ্ঞান না আছে। ফলতঃ পাপ পুণ্য, সাধারণ মানব দেহই অধিকার করিয়া স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা বিস্তৃত করিয়াছে। তন্মধ্যে কোন দেহে অধিক পুণ্য সঞ্চার ও কোন দেহে অতিশয় পাপের উদয় হইতেছে। বিধাতা আর এক বিষয় তাহা-

দিগের প্রতি অনুশাসন করিয়াছেন যে যেসকল মনুষ্য অতিশয় অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া সত্বরেই কাল কবলে নিপতিত হইবেক, বিমর্ষ তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নরক রাজ্যে লইয়া গিয়া বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে এবং যাহারা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক, আনন্দ, তাহাদিগকে সদানন্দে সমভিব্যাহারে করিয়া স্বর্গ রাজ্যে যাইবে ও দেবতাদিগের সহিত একত্রে বসতি হইতে পারে এতদ্রূপ আবাস স্থান দেখাইয়া দিবে। সেই পর্য্যন্ত সাধারণ অন্তঃকরণে আনন্দ বিমর্ষ উভয়েরই অধিকার সংস্থাপিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন আনন্দ বিমর্ষ ঘটিত প্রসঙ্গ এই রূপে সমাপ্ত করিয়া কহিলেন রাজাঙ্গনে! আপনি অভীষ্ট সাধনে যত্নবতী হইয়া বল্লভ সন্নিধানে যাত্রা করুন্। অনঙ্গমঞ্জরী গমনাভিলাষিনী হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন যে অদ্য রজনী প্রভাতা হইবার বিলম্ব আছে অনায়াসেই প্রিয় সন্নিধানে উপস্থিতানন্তর মানস পূর্ণ করিয়া জন্ম

সকল করিব। ইতি মধ্যে প্রভাত সূচক তোপ-ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সুতরাং সেই ধ্বনি যেন বজ্রধ্বনি সদৃশ তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইল ইহা বিবেচনা করিয়া গমনে পরাঙ্মুখ হইলেন।

দশম উপাখ্যান।

অনঙ্গমঞ্জরী পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পূর্ব্ববৎ বৈশম্পায়নের নিকটে যাইয়া কহিলেন শিঘ্র অনুমতি কর! অদ্য যেরূপে হউক সেই চিত্ত চোরের নিকট গমন পূর্ব্বক একাসনোপবিষ্ট হইয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিব সন্দেহ নাই। সুবুদ্ধি পক্ষী ইহা শ্রবণ করিয়া কহিল নৃপপত্নি! যখন অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদনার্থ এতাদৃশ যত্নবতী হইয়াছেন তখন অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ কি? অভিলষিত কার্য্যসাধনে নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সহিষ্ণুতা শক্তি দ্বারা সেই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করাই চরিতার্থের বিশেষ লক্ষণ লক্ষিত করায়। বস্তুতঃ ব্যগ্র চিত্ত না হইয়া বিশেষ

মনযোগ পূর্ব্বক সচেষ্ট না হইলে কোন কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে না। দেখুন ভরত নামা কোন যুবক কেবল অনবধানতা দোষে বাঞ্ছিত লাভে কৃত কার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে পশুত্ব প্রাপ্ত হইল। অনঙ্গমঞ্জরী কহিলেন সে কি প্রকার বল, বৈশম্পায়ন বলিল শ্রবণ করুন্।

প্রাচীনকালে কতকগুলি মানব একত্রীভূত হইয়া উন্নততম তুষারাবৃত পর্ব্বত শ্রেণীতে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত এক উপত্যকার অন্তরালে অবস্থান করিত। তাহারা প্রায় চিরকালই ঐ স্থানে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাতে সুতরাং অন্য কোন দেশ কখন অবলোকন করে নাই। বিশেষতঃ তাহাদিগের মধ্যে এমন সাহসী কেহ ছিল না যে পর্ব্বতোপরি আরূঢ় হইয়া কোন প্রদেশাদির গবেষণা করে। তাহারা কোন বিশেষ উপদেষ্টার নিকটে শিক্ষিতও হয় নাই। অধিক কি পারম্পর্য্যোপদেশানুসারে তাহাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে গগন মণ্ডল হয়ত কোন কঠিন দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত এবং পর্ব্বত শৃঙ্গে সংলগ্ন আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাদৃশ স্থানে বসতি করিয়াও

তাহারা সুমিষ্ট ফল মূল সুগন্ধ গন্ধ বহের মন্দ মন্দ সঞ্চার এবং নির্ঝরের জল প্রভৃতি নৈসর্গিক বিধানোৎপন্ন পদার্থ জনিত সুখ সম্ভোগে সর্ব্বদা সকলেই পরিতৃপ্ত থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সুখ সম্ভোগের সঞ্চার কখনই তাহাদিগের অন্তঃকরণে উদয় হইত না।

বহুকালের পর উহাদিগের মধ্যে ভরত নামা কোন ব্যক্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই দুরারোহ শৈলশিখর ব্যূহের আবিষ্ক্রিয়া করণার্থ তদুপরি সমারোহণ আরম্ভ করিল। নিম্নস্থ ব্যক্তিরা তাহাকে দুঃসাধ্য সংকল্পে প্রবৃত্ত দেখিয়া কেহ কেহ ভূয়সী প্রশংসা কেহ কেহ নিন্দা কেহ বা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে সে কিছুমাত্র ভগ্নোৎসাহ হইল না প্রত্যুত উৎসাহের বৃদ্ধি হইয়া অধ্যবসায় পূর্ব্বক যথা কথঞ্চিৎ পরিশ্রম সহকারে একটি পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি আরূঢ় হইল। প্রথমতঃ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল কোন পর্ব্বতশৃঙ্গে গগন মণ্ডল সংলগ্ন নয়। বরং নিম্ন দেশ অপেক্ষা আরও দূরস্থিত বোধ হয়। ভরত, অতিশয় আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ

করিতেছে ঈদৃশ সময়ে একটি সুচারু বিস্তীর্ণ রাজ্য তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, এবং তাহার অ-ভ্রংপাতি জনপদপ্রচয়ে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে করিতে লাগিল যে এবম্ভূত আশ্চর্য্য স্থান আমি কখনই দেখি নাই। এইরূপ প্রকারে যত নিসর্গোৎপন্ন পদার্থ সকল অবলোকিত হইতেছে ততই তাহার অন্তঃকরণে আনন্দ প্রবাহ বৃদ্ধি হইতেছে। ভরত, মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক বিশ্বনিয়ন্তার অদ্ভুত নৈপুণ্য সন্দর্শনে নিমগ্ন হইয়াছে, ইতিমধ্যে হঠাৎ একটি মনোহর পরম সুন্দর মনুষ্য ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন আমি তোমার উপদেষ্টা। কিঞ্চিদ্দূরে যে মনোহর নগর দৃষ্ট হইতেছে উহার নাম স্বর্গ ভূমি। ঐ স্থানে যাঁহারা বসতি করেন তাঁহারা স্বেচ্ছানুরূপ অপরিমিত সুখ সম্ভোগ করিয়া পরমানন্দে দিনযামিনী অতি বাহিত করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের হৃদয়ে চিরকাল কখনই সন্তোষের তারতম্য হয় না। আমি তত্রস্থ ব্যক্তি সমূহের নির্দ্দেষ্টা, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে

কেহ কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। আর, যাঁহারা উক্ত স্বচ্ছন্দ ভূমিতে গমনোৎসুক্ হন্, আমি উৎসুকান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে সম্মুখবর্ত্তী তমসাচ্ছন্ন কানন ও নদনদী শৈলশিখর প্রভৃতি অতিক্রম করাইয়া ঐ স্থানে লইয়া যাই। ফলতঃ আমি তৎকার্য্য সম্পাদনার্থই সর্ব্বদা এই স্থানে অবস্থিতি করি। যদি তুমি আমার সমভি-ব্যাহারে স্বর্গ ভূমিতে গমন করিতে ইচ্ছাকর, তাহা হইলে অবশ্যই তথায় লইয়া যাইব সন্দেহ নাই। ভরত এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সুখজনক ভূমিতে গমন করিতে সম্মত হইল। পরে উভয়ে ক্রমশঃ অনতি ক্রুতগামী হইয়া পরস্পর নানাবিধ কথা বার্ত্তায় পরম সুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন পরিপূর্ণ, এমন যে প্রস্তর নির্ম্মিত সুরম্য বর্ত্ম তাহাও আর দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। ক্রমে দি-কের অবস্থা জ্ঞান জন্মাইতে লাগিল, সুতরাং কখন পর্ব্বত শৃঙ্গে কখন গিরিগুহায় কখন বা রাজ বর্ত্মপার্শ্বস্থ গভীর কূপ মধ্যে পতনোদ্যত হইতে

লাগিলেম। বাত্যার এরূপ ঘোরাবর্ত্ত হইয়া উঠিল যে প্রতিপাদবিক্ষেপে উভয়কেই বিলক্ষণ কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। উপদেষ্টা গমনের এইরূপ প্রতিবন্ধক দেখিয়া কহিল, ভরত, এ ভয়ানক পথে গমন করা বড় সহজ হইবেক না। অতএব কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক মন্দমন্দ-গতিতে অতি সাবধান পূর্ব্বক আগমন কর। অনন্তর উভয়ে ক্লেশাক্ত হইয়া ক্রমশঃ সেই দুর্গম্য পথ অতিক্রম করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন বিশাল পক্ষদ্বয় বিশিষ্ট, দ্রুতগামী একটি পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ভরত পুরোভাগে সেই সুদীর্ঘ দেহ অবলোকন করিয়া সশঙ্কিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনি কে? কি নিমিত্তই বা এস্থানে আগমন করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তি কহিল আমার নাম "সম্ভব দেবতা" তুমি স্বর্গ ভূমি গমনে অভিলাষ করিয়াছ; কিন্তু ঈদৃশ অন্দগামী ও স্থানান্তরজ্ঞ পথ দর্শকের অনভি-ব্যাহারে গমন করিলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হওয়া সুকঠিন হইবেক অতএব আমার অনুগামী হও, তবে অনায়াসে, শীঘ্র তথায় লইয়া যাইতে পারিব

হইব। বিশেষতঃ আমি কদাচ এরূপ দুর্গম পথে লইয়া যাইব না। পথিক এতদ্রূপ উৎসাহজনক বাক্যে হর্ষাতিশয় হইয়া পূর্ব্ব পথদর্শককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন পথদর্শকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। কিন্তু কিয়দ্দূর গমনানন্তর অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভরত এইরূপে বিবিধ কষ্ট সহ্যে দ্রুত গমন পূর্ব্বক বহুদূর অতিক্রম করিয়া পরিশেষে কুজঝটিকাচ্ছন্ন অকূলার্ণব নামক এক রত্নাকর উপকূলে উপনীত হইল।

অনন্তর ভরত সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার ভয়ানক তরঙ্গাদি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং পথ দর্শককে কহিল মহাশয়! এ অপার পারাবার দেখিয়াই হৃৎকম্প হইতেছে ইহা কিরূপে উত্তীর্ণ হইব, বিশেষতঃ ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ত্রাস জন্মিতেছে। তখন সম্ভবদেব কহিলেন ভরত! স্বর্গভূমি মনুষ্য জাতির অগম্যস্থান বলিলেও বলা যায়। অতএব সেখানে তোমাকে লইয়া যাইতে সহসা সাহসী হইতেছি না। তুমি যদি একান্তই তথায় যাইতে অভিলাষ কর তাহা হইলে অন্য এক জন পথদ-

শক্ তোমার সমভিব্যাহারে দিতেছি। এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক "ভ্রমাসুর" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে দেখিতে দেখিতে এক ভীষণকায় দানব তথায় উপস্থিত হইল। ভরত, তাহার বিকটাকৃতি দীর্ঘ দেহ, ও উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত লোহিত বর্ণ লোচনের ভ্রূভঙ্গি দেখিয়া প্রথমে অতিশয় ভীত হইল, কিন্তু তাহাকে সম্ভবদেবের বশতাপন্ন দেখিয়া পরে তাদৃশ শঙ্কা রহিল না। সম্ভবদেব, দৈত্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন এই সংশয় সমুদ্র উত্তারণ পূর্ব্বক এঁহাকে স্বর্গ ভূমিতে রাখিয়া আইস, তোমাকে তন্নিমিত্তই আহ্বান করিয়াছি। তিনি ইহা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এখানে দৈত্য ভরতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল আপনি সামান্য পুণ্যাত্মা ব্যক্তি নহেন। কারণ মানব জাতি স্বর্গভূমিতে বসতি করিতে প্রায় সক্ষম হয় না। যাহা হউক আমি এই ভীষণ অপার সংশয় পারাবার অনায়াসেই উত্তীর্ণ করাইয়া আপনাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইব। কিন্তু আপনাকে যে সকল বিষয় নিষেধ করিব তাহার

অন্যথা করিলে কোন রূপে অভিপ্রেত সাধনে কৃত কার্য্য হইতে পারিবেন না; আপনি কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না. তজ্জন্য প্রথমে একখানি বস্ত্রদ্বারা আপনার নেত্রদ্বয় বিলক্ষণ রূপে বন্ধন করিয়া দিতেছি, এবং গমনকালে নানা প্রকার শব্দ আপনার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবেক, মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে ভূয়সী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবেন. কখন বা ভুরি ভুরি মহল্লোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া হর্ষোৎফুল্লান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে এবং তথাকার মহতীশোভা সন্দর্শনাভিলাষে নেত্রদ্বয় বসনচ্যুত করিতে উদ্যত হইতে হইবেক। এই সমস্ত বিষয়ে অতি সাবধান পূর্ব্বক চক্ষুমুদ্রিত ও মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন। পথিমধ্যে আমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে অথবা চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অভিপ্রেত স্থানে উপনীত হইতে কখনই পারিবেন না, বরং তৎক্ষণাৎ নিম্নভাগে নিপতিত হইতে হইবেক সন্দেহ নাই।

অনন্তর দৈত্য, ভরতের নেত্রদ্বয় বসন দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক স্বীয়স্কন্ধে আরোহিত করাইয়া যাত্রা করিল।

নিরুদ্বেগে স্বর্গাভি- মুখে গমনারম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়াছে ঈদৃশ সময়ে বিবিধ কোলাহল ধ্বনি সকল ভরতের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যেন চারি দিকস্থ কত শত ব্যক্তি উহাকে প্রশংসা করিয়া নানা প্রকার আনন্দজনক ধ্বনি করিতেছে ইহা শুনিয়াও কোন উত্তর করিতে এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চেষ্টা করিল না। তৎপরে আরও কিঞ্চি-দ্দূর উত্তীর্ণ হইলে যেন অনেক ব্যক্তি একত্রী ভূত হইয়া কহিতেছে, ভরত মহাশয়! আসুতে আজ্ঞা হউক্ আপনিই ধন্য, আর উদ্বেগের বিষয় নাই এখন এইস্থানে বসতি করিয়া চিরকাল পরমানন্দে অসীমসুখসম্ভোগ করিতে থাকুন ভরত, এই সকল বার্ত্তা শ্রবণে, হর্ষাতিশয় হইয়া দৈত্যবাক্য উপেক্ষা করত চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিল। দৈত্য তাহার দৃষ্টি নিক্ষেপ দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইল এবং তথাহইতে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিল না। দুর্ভাগ্য ভরত সেই সংশয় সাগরে পতিত হইয়া তাহার প্রবলতরঙ্গ হইতে উঠিতে পারিল না। মৃত-

রাং শীঘ্রই কালের করাল বদনে প্রবেশ করিতে হইল। বৈশম্পায়ন এই পর্য্যন্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া কহিল রাজ্ঞি! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই প্রিয় সন্নিধানে অবিলম্বেই গমন করুন্। অনঙ্গ-মঞ্জরী, অভীষ্ট সাধনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইবা মাত্র দেখিতে পাইলেন পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে অগত্যা সে দিবসও মনোরথ পূর্ণ করিতে যাওয়া হইল না।

একাদশ উপাখ্যান।

অনন্তর অনঙ্গমঞ্জরী বিভাবরীর সমাগম দে-খিয়া অতি দ্রুত গমনে বৈশম্পায়নের নিকট গমন করিলেন এবং কহিলেন বৈশম্পায়ন। অদ্য সেই চিত্তহরের সুচারু মুখ পঙ্কজ বিলোকনে নয়ন সফল করিব। অতএব অনুমতি প্রদান কর? সুচতুর পক্ষী তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল আপনি আর এস্থানে থাকিয়া অনর্থক কাল ক্ষেপ করি-বেন না। অবিলম্বেই অভীষ্ট সম্পাদনে যত্নবতী [illegible] কিন্তু গমনকালে পথি মধ্যে কোন প্রকা-

রে ভয়াক্রান্ত হইবেন না। যদি কোন ব্যক্তি আপনকার হিত সাধনে নিতান্তই প্রতিবন্ধী, অথবা অনিষ্টাচরণে যত্নশীল হয় এবং তদ্দারা আপনি কোন বিপদগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্বিপদ হইতে মুক্ত করিব, পরে তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব সন্দেহ নাই। যেমন বিলাসিনী নাম্নী এক বিপ্র তনয়া কোন রাজ নন্দনকে বিপদ হইতে মুক্তকরিয়া তাঁহার অনিষ্টচারিণী সহধর্ম্মিণীকে যথা বিধানে প্রতিফল প্রদান করিয়াছিল। অনঙ্গমঞ্জরী, ইহা শুনিয়া কহিলেন তাহার বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি, বৈশম্পায়ন বলিল শ্রবণ করুন।

কর্ণাট দেশান্তর্গত এক প্রবল বেগবতী নদীতীরে গোপালপুর নাম্নী নগরীছিল। মহাবল পরাক্রান্ত রাজা প্রতাপাদিত্য তথায় রাজত্ব করিতেন বহু দিবস পর্য্যন্ত রাজার সন্তান সন্ততি না হওয়ার মনোমধ্যে নানাবিধ দুঃখ সঞ্চার হইতে লাগিল। সুতরাং রাজা সিংহাসনারূঢ় হইয়া মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারিতেন না। পরে অনেকানেক শান্তি

দান প্রভৃতি দৈবানুষ্ঠান করাতে প্রায় বৃদ্ধাবস্থায় রাজমহিষী গর্ব্ভবতী হইয়া যথা কালে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। রাজা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শ্রবণ মাত্র সাতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বহুকাল সঞ্চিত ক্লেশসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য, যথাযোগ্য সময়ে রাজকুমারের ধর্ম্মশিখা নাম রাখিলেন এবং রাজপুত্র নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে স্বর্ণলতা নাম্নী এক নিরূপম লাবণ্যময়ী যুবতী কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সুসম্পাদিত করিয়া অল্প দিবস মধ্যেই পরলোক যাত্রা করিলেন। যুবরাজ, পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রণয়িনী সুখসম্ভোগস্পৃহায় দিবা বিভাবরী অন্তঃপুরেই কালযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মশিখা প্রতি দিবস পত্নীর সহিত রসপ্রসঙ্গে বিবিধ কৌতুক করিতেন কিন্তু স্বর্ণলতা কোন বিষয়েই প্রত্যুত্তর করিত না। প্রত্যুত পতিবাক্যে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সর্ব্বদাই মৌনাবলম্বিনী হইয়া শয়ন করিয়া থাকিত।

কিয়দ্দিবস পরে একদা নিশীথ সময়ে রাজা

ধর্ম্মশিখা, কপট নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া নাসিকা ধ্বনি করিতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা স্বামীকে বিলক্ষণ নিদ্রাভিভূত দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শয়ন গৃহের দ্বার মোচন করিল।

পরে নিঃশব্দপদসঞ্চালন করত বহির্গত হইয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজধানীর পূর্ব্বাংশে এক ভয়ানক শ্মশানাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমার এই সমস্ত বিস্ময়জনক ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক সশঙ্কিত চিত্তে সাহসী হইয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ধর্ম্মশিখা, মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, যে এই ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে এতাদৃশ তরুণী কামিনী অসহায়িনী হইয়া নির্ভয়ে কোন্ স্থানে গমন করে, অবশ্যই দেখা কর্ত্তব্য। এই ভাবিতে ভাবিতে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, ঐ রমণী উক্ত শ্মশানে উপনীত হইল। তথায় ভীষণ, বিকটমূর্ত্তি পিশাচগণ সকল নানাবিধ ভ্রূ ভঙ্গি পূর্ব্বক এতদ্রূপ হুহুঙ্কারধ্বনি করিতেছে যে তাহা শ্রবণ মাত্র নিকটস্থ জীব সমূহের হৃৎকম্প হইয়া যে

স্থানে পতিত হইয়া অচৈতন্য হইতেছে। কোন কোন স্থানে বিশাল দশনা বিবসনা মুক্তকেশী ডাকিনীগণ, রসনা বহির্ভূত করিয়া চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ নরমুণ্ড হস্তে করিয়া চর্ব্বণে ব্যাপৃত আছে, কেহ বা জীবিত মনুষ্য ধৃত করিয়া তাহার শোণিত পানে মত্ত হইয়াছে, তাহাদের সৃক্কদ্বয় হইতে অনবরত শোণিত ধারা বহিতেছে এবং স্থানে স্থানে কত-রূপ ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। রাজনন্দন এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এই সমস্ত ভয়া-নক ব্যাপার বিস্মিত লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। তৎসহ ধর্ম্মিনী স্বর্ণলতা কতকগুলি ডাকিনীর সহিত মিলিতা হইয়া দূর হইতে এক মৃত্যু দেহ আনয়ন করিয়া সকলে একত্রীভূত হওত সেই শব দেহ ভক্ষণ পূর্ব্বক নানা কৌতুক করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজ-কুমার অতিশয় ভীত হইলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন যে ইহাকে পত্নী বলিয়া কত আমোদ প্রমোদ অভিলাষে উদ্যত হইয়া দিনপাত করিয়াছি।

যাহাহউক ইহার হস্তে যে এখন জীবিত রহিয়াছি তাহাই আশ্চর্য্য। হয়ত কোন্ দিবস আমাকে সংহার করিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে পলায়নের পন্থা অন্বেষণ করাই শ্রেয়ঃ। পরে ধর্ম্মশিখা তথা হইতে আগমন পূর্ব্বক স্বগৃহে পূর্ব্বের ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। অনন্তর স্বর্ণ-লতা রাত্রি শেষে কোন জলাশয়ে পতিত হইয়া বিলক্ষণরূপে গাত্র ধৌত করিয়া বস্ত্রান্তর পরিধান পূর্ব্বক গৃহে আসিল, এবং পতি শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল।

রাত্রি প্রভাত হইলে রাজকুমার প্রাতঃকৃ-ত্যাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া স্নান আহার করিলেন। পরে যখন স্বর্ণলতা আহার করিতে উপ-বিষ্টা হইয়াছেন রাজনন্দন তথায় উপস্থিত হইয়া পত্নীকে কহিলেন কি আশ্চর্য্য? তোমার এরূপ দ্রব্য সামগ্রী আহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে? যে ব্যক্তি পূতিগন্ধ নরমাংস ইচ্ছা পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া রাত্রি যাপন করে, তাহার দিবা ভাগে বি-বিধ সুগন্ধ ও সুস্বাদ ভক্ষ্য দ্রব্যাদি আহার করি-বার প্রয়োজন কি?। রাক্ষি ইহা শুনিয়া যৎপরোনা-

নাস্তি কু পিতা হইল এবং কহিল স্বামিন্! আপনি আমার গুপ্ত বিষয় সমস্ত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! আপনাকে ইহার বিলক্ষণ প্রতিফল দিতেছি। স্বর্ণলতা ইহা বলিয়া প্রসৃতি পরিমিত জল লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করত রাজা ধর্ম্ম শিখার শীর্ষোপরি নিক্ষেপ করিল। যুবরাজ দেখিতে দেখিতে বানরাকৃতি হইয়া পড়িলেন। তখন রাজমহিষী তাহাকে প্রহার করিতে করিতে বাটীর বাহির করিয়াদিল। বানররূপী রাজকুমার, ক্রমশঃ রাজ বর্ত্মে আরোহণ পূর্ব্বক পশুরন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নগরের যাবদীয় বালকগণ ক্রমশঃ একত্রীভূত হইয়া কোলাহল ধ্বনি করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রহার করণার্থ কেহ কেহ লোষ্ট্র নিক্ষেপ, কেহবা বেত্রাঘাৎ করিতে লাগিল। কোন কোন ব্যক্তি কৌতূহল পূর্ব্বক রম্ভা প্রভৃতি খাদ্য বস্তু প্রদর্শন করত ঐ বানরকে আহ্বান করিয়া পরিশেষে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহও করিতে থাকে। এইরূপে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তন্নগরান্তর্গত একপল্লী মধ্যে প্রবিষ্ট

হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া এক পাদপ মূলে বসিয়া আছেন এমন সময় এক দয়াশীল ব্রাহ্মণ তথায় আইলেন, এবং ঐ বানরের দুর্দ্দশা দেখিবা-মাত্র তাঁহাকে নিতান্ত দয়াদ্র চিত্ত হইতে হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ একগাছি রজ্জু আনিয়া বানরের গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় ভবনের বহির্দ্বারে বাঁধিয়া রাখিলেন, এবং স্নেহ পুর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। উক্ত ব্রহ্মণের এক বিলাসিনী নাম্নী তনয়া. ইন্দ্রজাল বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ ছিল।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ, কোন বিশেষ কার্য্য বশতঃ গ্রামান্তরে গমন করিলে, বিলাসিনী বহির্বাটীতে আসিয়া দেখিল, দ্বার সমীপে একটি বানর বাঁধা রহিয়াছে। বিপ্রকন্যা, তাহার সন্নিকটে আসিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিল এ কখনই শাখা মৃগনয়। ইহার আকার প্রকার ভাবলাবণ্য ঈক্ষণ করিয়া বোধ হয় কোন্ ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করত ইহাকে বা-নরাকৃতি করিয়া দিয়াছে। যাহাহউক ইহার মস্তকে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেখি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব। বিলাসিনী, ইহাবলিয়া বানরের মস্ত-কোপরি হস্ত প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে

করিতে সেই বানর রূপী ধর্ম্মসিখা প্রাগবৎ রাজ কুমারের আকৃতি ধারণ করিলেন, এবং পরমহিত কারিণী সেই বিপ্রকন্যার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন বিপ্রতনয়া কহিল, মহাশয়! আপনি কে? কি নিমিত্তই বা ঈদৃশ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়াছিলেন। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার নাম ধাম ও বানরাবয়ব হইবার কারণ প্রভৃতি আদ্যো-পান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে বিবৃতি করিলেন। বিলাসিনী ঐ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিল মহা-রাজ! চিন্তাকুল হইবেন না। আমি এখনি রাজ মহিষী স্বর্ণলতাকে যথোচিত দণ্ডবিধান করিবার বিশেষ উপায় করিয়া দিতেছি। ইহাবলিয়া অন্তঃ পুরে প্রবেশপূর্ব্বক একটি কমণ্ডলু আনয়ন করিয়া রাজার হস্তে অর্পণ করিল, এবং কহিল স্বর্ণলতা যৎকালে শ্মশান হইতে আগমন করিয়া পুনশ্চ শয়ন করিবেক তৎকালে সাহসপূর্ব্বক এই কম-ণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া তাহার গাত্রে দিবেন, পরে যাহা হইবেক তাহা প্রত্যক্ষই হইবে।

রাজা ধর্ম্মশিখা, অধ্যবসায় পূর্ব্বক কমণ্ডলু হস্তে করিয়া রাজধানী গমন করিলেন। পরে অন্তঃপুর প্রবেশপূর্ব্বক রাজমহিষীর অগোচরে এক নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। যখন দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইনেন, এবং ঘোর অন্ধকারে পরি পূর্ণ হইয়া, যখন নগর মধ্যে প্রহরী গণ ব্যতীত অন্য কেহ জাগরিত নাই, দুই একটি কুকুরের ধ্বনি ভিন্ন অন্য কোন শব্দই প্রায় শ্রুতি-গোচর হয়না, এবম্ভুত সময়ে স্বর্ণলতা শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বহির্গতা হইল। ক্রমশঃ সেই শ্ম-শান ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া পুর্ব্বের ন্যায় সকল কা-র্য্যই সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজ্ঞী, শয়ন গৃহের দ্বার মোচন করিয়া শয্যারূঢ় হইবেক ঈদৃশ সময়ে রাজা সেই নিভৃত স্থানহইতে বহির্গত হই-লেন, এবং বিলাসিনী দত্ত কমণ্ডলু হইতে গণ্ডুষ পরিমিত জল লইয়া সেইদুশ্চরিত্রা পত্নীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। রাজমহিষী জলস্পর্শমাত্র হঠাৎ এক ঘোটকীর অকৃতি হইয়া পড়িল। রাজা ধর্ম্ম-শিখা, তৎক্ষণাৎ তাহার কেসরাকর্ষণ পূর্ব্বক মুখে বল্‌গা ও পৃষ্ঠে বিচিত্র সুচারু পর্য্যাণ প্রদান করিয়া

তদুপরি আরোহন করিলেন এবং কষাঘাত করত রাজধানীর চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পরে সেই তুরঙ্গীর শুশ্রুষা জন্য কএক জন রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে মন্দুরায় প্রেরিত করিলেন সুতরাং রাজমহিষীকেও পূর্ব্বোক্ত বিপ্র-কন্যার মন্ত্র প্রভাবে ঘোটকী রূপে অশ্বশালায় দিনযাপন করিতে হইল।

এদিকে রাজা অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া সেই বিপ্রতনয়া বিলাসিনীকে বিশিষ্ট সম্বর্দ্ধন পূর্ব্বক যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন বিশেষতঃ তাঁহার পিতাকে রাজ সভার প্রধান অধ্যাপকতা পদে নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর বৈশম্পায়ন কহিল রাজমহিষি! আপনকার কোন চিন্তা নাই এক্ষণে আপনি যত্ন পূর্ব্বক বল্লভ সমীপ বর্ত্তিনী হইয়া অসীম সুখ সম্ভোগ ও অনুমোদন করুন্। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া প্রিয়সন্নিধানে যাত্রা করিলেন। কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়াই প্রভাত-সূচক লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল।

সুতরাং সে দিবসও তাঁহাকে বিরস বদনে পরাঙ্মুখ হইতে হইল।

দ্বাদশ উপাখ্যান।

অনঙ্গমঞ্জরী, পরদিন সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে মন্দ মন্দ গমনে বৈশম্পায়নের নিকট গমন করিলেন। বৈশম্পায়ন তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাজ্ঞি! আপনি এত উৎকণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আপনকার নয়নযুগল হইতেই বা অবিশ্রান্ত বাষ্পধারা বিগলিত হইতেছে কেন? আপনিই প্রতি দিন ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার উপাখ্যান শ্রবণস্পৃহায় আলস্য অবলম্বন করিয়া মনোরথ নিষ্পাদন জনিত সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইতেছেন। যাহা হউক রোদন করিবেন না। অভীষ্ট সাধনে যত্নবতী হউন্। যত্ন ব্যতিরেকে প্রায় কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না দেখুন্ ক্ষুধার্থি ব্যক্তির সম্মুখে বিবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি থাকিলেও আপনি আহার না করিলে তাহা স্বাভাবিক অদৃষ্ট শক্তিদ্বারা মুখে উত্থিত হয় না; কাননাভ্যন্তরস্থিত কেশরীসমূহ মুখব্যাদান করিয়া থাকিলেও মৃগাদি প্রভৃতি জীব-

সকল তাহাদের আস্য মধ্যে কখনই আপনি প্রবিষ্ট হয় না। অতএব যত্নই মুল, যত্ন করিলে অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধ হইবেক সন্দেহ নাই। এবিষয়ের এক আশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন্।

বিষ্ণুপুর নগরে বিশ্বেশ্বর নামক একজন বিভবশালী মানবের বাস ছিল। তাহার ছুটি সন্তান, একের নাম পরমানন্দ, দ্বিতীয়ের নাম নিত্যানন্দ। বিশ্বেশ্বর অল্প দিবসের মধ্যেই স্বীয় বিষয়াদি সন্তানদিগের হস্তে সমর্পন করিয়া আপনি দৈবানুষ্ঠানেই রত হইল এবং উভয় সন্তানকেই কহিল তোমরা যত্নপূর্ব্বক এই সমস্ত বিষয়াদি রীত্যনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিলে চিরকালই পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে, কিন্তু ইহার প্রতি অযত্ন করিয়া অপরিমিত ব্যয়াদি করিলে পরিণামে কষ্ট ভোগ করিতে হইবেক। কিয়দ্দিবস পরে একদা বিশ্বেশ্বর তনয়দ্বয়ের কার্য্যনৈপুণ্য পরীক্ষার্থ পুনশ্চ আপনি সমুদায় বিষয়াদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিল, অপরিমিত ব্যয়াদিদ্বারা সঞ্চিত অর্থের প্রায় শেষ হইয়াছে। তখন কি-

শেখর পুত্রদিগের পরিণামের উপায় অনুধ্যান করত কৌশল পূর্ব্বক দুটি উদ্যান ক্রয় করিল। পরে উভয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া সেই দুটি বৃক্ষবাটিকা উহাদিগকে প্রদান করিয়া কহিল, তোমরা যদ্রূপ যত্ন করিয়া উদ্যানের কার্য্য সম্পাদন করিবে তদ্রূপ ফল ভোগ করিতে পারিবে। পরমানন্দ, উদ্যানস্থ বৃক্ষাদির প্রতিই কিছুমাত্র যত্ন করিত না কেবল আমোদ প্রমোদ করিয়া অনর্থক দিনযামিনী অতিবাহিত করিত। সুতরাং তাহার বাগানটি ক্রমে ফলোৎপাদিনী শক্তি রহিত হইয়া পড়িল। নিত্যানন্দ, এতাদৃশ যত্নপূর্ব্বক স্বীয় উদ্যানের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল যে তজ্জন্য ত্বরায় সেই যত্নের বিলক্ষণ ফলভোগ করিয়াছিল। ফলতঃ কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ, পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়াবধি উদ্যানের কার্য্যেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। সুতরাং অল্প দিবস মধ্যে উদ্যানস্থ সকল বৃক্ষই ফলশালী হইয়া উঠিল॥

গ্রীষ্মকালের শেষে একদা পরমানন্দ কনিষ্ঠের বাগানের নিকট দিয়া গমন করিতেছিল। দেখিল নিত্যানন্দের বাগানে প্রায় সমুদায় বৃক্ষই

বিবিধ ফলভরে অবনত হইয়াছে। তন্মধ্যে আম্র বৃক্ষে অপর্য্যাপ্ত সুপক্ব আম্রদ্বারা বিলক্ষণ সুশোভিত করিতেছে। ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় উদ্যানে উপস্থিত হইয়া দেখিল উদ্যানস্থ সকল বৃক্ষই লতা পত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদিত। কোন কোন বৃক্ষ একেকালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আম্রবৃক্ষের কোন শাখাতেই আম্র নাই। পরমানন্দ, উদ্যানের ঈদৃশ অবস্থা অবলোকনপূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া পিতৃ সন্নিধানে গমন করিল। এবং কহিল আপনি আমাকে এতাদৃশ অপকৃষ্ট বাগান দিয়াছেন; তাহাতে একটিও ফল হয় নাই। কিন্তু নিত্যানন্দের উদ্যানে প্রায় সকল বৃক্ষই ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক্ তাহার অর্দ্ধাংশ আমাকে প্রদান করিতে আজ্ঞা করুন্. বিশ্বেশ্বর ইহা শ্রবণ করিয়া কহিল, আমি তাহাকে কদাচ এরূপ অন্যায় অনুমতি করিতে পারিব না। কারণ যৎকালে তোমাদিগকে উদ্যান প্রদান করিয়াছি তখন দুটি বাগানই এক অবস্থায় ছিল। নিত্যানন্দ অপরিমিত যত্নও পরিশ্রম করিয়াছে বলিয়া তাহার উদ্যান এরূপ ফল-

শালিনী হইয়াছে। তুমি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছ তাদৃশ ফলও প্রাপ্ত হইলে। যত্ন ও পরিশ্রম ভিন্ন কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অতএব আপনিও যত্নপূর্ব্বক সচেষ্ট হউন্ কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা শুনিয়া কহিলেন, অদ্য বিভাবরী প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। কল্য তোমার উপাখ্যান শ্রবণাপেক্ষা না করিয়া প্রিয় সন্নিধানে গমন করিব। ইহা বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাজমহিষী পরদিন অপরাহ্নে বায়ুসেবনার্থ অট্টালিকার উপরিভাগে পদসঞ্চালন পূর্ব্বক রজনী প্রতীক্ষা করিতেছেন ঈদৃশ সময়ে রাজধানীর কোলাহল তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। কিঞ্চিৎ পরেই দেখিলেন স্থানে স্থানে ভূরি ভূরি পরিচারকীগণ মঙ্গল জনক কার্য্যে ব্যাসক্ত হইয়া আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছে। কেহ বা কহিতেছে অদ্য যুবরাজ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ভৃত্যগণ, যুবরাজের আগমন বার্ত্তা নগর মধ্যে বিজ্ঞাপন করিতেছে। তখন রাজমহিষী মনে করিতে লাগিলেন যে স্বামী আমার আচরণ প্রকরণ বৈশম্পায়ন

মুখে অবশ্যই শ্রবণ করিবেন। পরে যে আমার কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা বলিতে পারি না। অধিকন্তু কি বোধ হয় প্রাণ দণ্ড করিলেও করিতে পারেন। কেনই বা আমার এরূপ দুর্ম্মতি হইয়াছিল, যে কার্য্যে উদ্যত হইয়াছিলাম তাহাও সফল হইল না, বরঞ্চ পরিণামে সম্পূর্ণ প্রতিকূল প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অতএব এক্ষণে আমার প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অনঙ্গমঞ্জরী ইহা ভাবিতে ভাবিতে অবরোহণ করিয়া শয়ন গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক "হা জগদীশ্বর! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল"? এই বাক্যটি প্রয়োগ করিয়াই বিষপান করত পলাঙ্কোপরি শয়ন করিলেন। সুতরাং অবিলম্বেই তিনি মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এখানে রাজা বিক্রমবাহু অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক পিতামাতার চরণে অভিবাদন করিয়া বৈশম্পায়ন নিকটে গমন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন বৈশম্পায়ন! আমি রাজধানী হইতে গমনাবধি তুমি কিরূপ ছিলে, এবং কোন বিষয় নূতন ঘটনা হইয়াছে? বৈশম্পায়ন পক্ষী, তাহা শুনিয়া স্বীয় দৈহিক সমাচার

বর্ণন করিয়া রাজমহিষীর চরিত্রের বিবরণও বিজ্ঞাপন করিল। যুবরাজ সেই শিক্ষিত বিহঙ্গমের প্রমুখাৎ পত্নী অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছে শ্রবণ করত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া তীক্ষ্ণ অসি ধারণপূর্ব্বক বিলাস মন্দিরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন শয়ন গৃহের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। রাজা, তখন সহচরীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন অনঙ্গমঞ্জরী কোথায় এবং দ্বার রোধ করিলে কে। সখীরা, যুবরাজের ক্রোধান্বিত কলেবর ও শাণিত অসি হস্তে দেখিয়া সশঙ্কিত চিত্তে কহিল, মহারাজ। রাজ্ঞী দ্বার রুদ্ধ করিয়া বোধ হয় শয়ন করিয়া আছেন। বিক্রমবাহু তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার ভগ্ন করত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন পর্য্যঙ্কোপরি পত্নীর মৃতদেহ আছে। সুতরাং গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তদ্বিবরণ পিতা মাতার নিকট বিজ্ঞাপিত করিলেন। পরে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া পরম সুখে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।